প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৮ ❖ ৩ - ৯ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রতিপাদ্য অনুধ্যান
বৈচিত্র্যে ঐক্য ও ক্ষমতায়নে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

৮ মার্চ
আন্তর্জাতিক
নারী দিবস

মেঘলার জীবনের লুকানো গল্প

উপবাস ও ত্যাগস্বীকার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	⟶ বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

আরও পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৮
৩ - ৯ মার্চ , ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নারীর এগিয়ে চলার পথে পুরুষের পাশে থাকা

একজন নারী কখনো মা কখনো বোন আবার কখনো স্ত্রী। এভাবে একজন নারী তিনটা ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি পরিবারের মূল চালিকাশক্তিও সাধারণত একজন মা অর্থাৎ নারী। শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা। মা ছাড়া শিশু কখনও বিকশিত হতে পারে না। কথায় আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। এ রমণীকে বা নারীকে সঠিক মূল্যায়ন না করা হলে সংসার কখনও উন্নত হতে পারে না। তা জানা সত্ত্বেও নারীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

আমাদের দেশের পরিবারগুলো পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিল এবং এখনো তা অনেকটা পরিলক্ষিত হয়। অনেক পরিবারে ছেলে সন্তানকে আশীর্বাদ হিসেবে এবং মেয়ে সন্তানকে বিড়ম্বনা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ছেলে সন্তানদেরকে একটু বেশি মর্যাদা দিয়ে আদর যত্নে গড়ে তোলা হয়। এমনিভাবে অসমতা ও অসম্মানের চর্চা শুরু করি পরিবার থেকে। একই পিতা-মাতার সন্তান হয়েও শুধুমাত্র লৈঙ্গিক কারণে ছেলে-মেয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন অনেক পিতা-মাতা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আদিতে মানবকে নর ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। নারীর গৌরব নারীত্বে। কিন্তু তার মর্যাদা তিনি মানুষ। মানব সভ্যতা গড়তে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে। ঈশ্বরও চেয়েছেন তারা মিলিতভাবেই তা করুক। কেননা নারী-পুরুষ মিলেই পরিপূর্ণ মানব হয়। নারী পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক।

পরিবারে নারীর অবদান অত্যন্ত বেশি হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মর্যাদায় নারী গৌণ। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর জাতিসংঘ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছেন: নারীদের বিনিয়োগ:অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন এবং বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিকে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলছে: নারীর সম-অধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ। নারীর ক্ষমতায়ন ও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে শুধুমাত্র পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না। এজন্য প্রয়োজন বহুমুখী কাজ। যা সম্পাদন করতে প্রয়োজন নানামুখী বিনিয়োগ। সরকারসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীকে অর্থ সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হবে নারীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য। মনে রাখতে হবে নারীকে সহযোগিতা করা কোন বিশেষ সুবিধা নয়, বরং নারীর অধিকার সেটি।

নারীর অধিকার মানে হচ্ছে মানুষের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, নিজের নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার, মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার, বৈষম্য ও জবরদস্তি মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ মান ভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, সম্পদের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অধিকার, ভোটাধিকার, কাজ করার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পুরুষের ন্যায় সম-মজুরী লাভের অধিকার, ক্ষমতায়নের অধিকার, সমতায়নের অধিকার, মোট কথা একজন মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে সকল অধিকার ভোগ করতে দেয়া। তবে বাংলাদেশে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা এমন সমাজ গড়ে তুলেছে যে এখানে নারীর জন্ম, বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, এমনকি ধর্মীয় ভাবে বিভিন্ন শৃংখলে আবদ্ধ। নারীরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে ক্ষমতায়ন করতে হবে পরিবারে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

নারী-পুরুষ উভয়েই নিজ অধিকার ও সম্মান রক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকবে। একজন নারী যেন অন্য নারীর মর্যাদা ও সম্মানহানির কোন কাজ না করেন। নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সহ-অবস্থান করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে ও সমাজে। পরিবার, অর্থনীতি, সমাজ ও মণ্ডলী বিনির্মাণে নারীদের অপরিসীম অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। তাদের চলার পথ মসৃণ করার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীর প্রথম পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ। তাই নারী জ্ঞান অর্জন, আত্মসংযম, শ্রমনিষ্ঠা, সেবা, দৃঢ়তা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খল ভেঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতিত সকলের আত্ম সম্মানবোধের চেতনা জাগ্রত হোক, মানুষ হিসেবে সবাই সম্মানিত হোক, সকলের অধিকার পূর্ণতা পাক। †

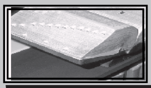

যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যীশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল। - ***লুক ২: ২১***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

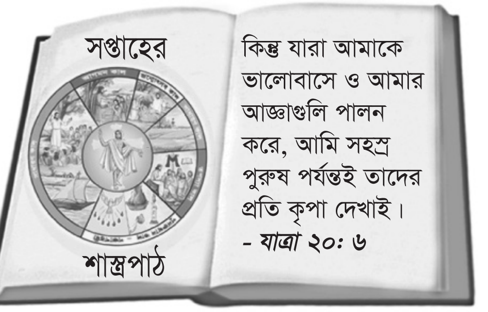

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩ - ৯, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

যাত্রা ২০: ১-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, ১ করি ১: ২২-২৫, লুক ২: ১৩-২৫

অথবা 'ক' পূজনবর্ষ থেকে নিম্নের তপস্যাকালীন রবিবাসরীয় পাঠও নেয়া যেতে পারে:

যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৪: ১-২, ৬-৯, রোমীয় ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২ (বা ৪: ৫-১৫, ১৯-২৬, ৩৯-৪২) (কারিতাস রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা ও খাম বিতরন)

৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

দানি ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫

৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

২ বিব ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯

৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

যেরে ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫-১০, ১৩, ১৬, মার্ক ১২: ২৮খ-৩৪

৯ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

হোসে ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড মাসাট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিত্র (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

+ ১৯৯৬ সিস্টার ভের্জিনিয়া তাভের্না এসসি (ঢাকা)

৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

+ ১৯৬০ সিস্টার এম. করোনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোসেফ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জ্যাঁ-ডরিস মাকত্তি সিএসসি (ঢাকা)

৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯২৮ সিস্টার এম. ব্রিজেট হল সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ফিলোমিনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৯ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

+ ১৯৮১ সিস্টার লাওড়া সাচেল্লা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট ম্যাক্‌কী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টিফেন গমেজ সিএসসি (রাজশাহী)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

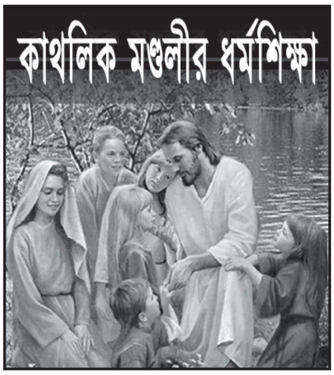

১৬৮৩: মণ্ডলী, খ্রীষ্টভক্তকে তার পার্থিব তীর্থযাত্রাকালে, মায়ের মত সংস্কারীয় ভাবে গর্ভে ধারণ করেছে, যাত্রার শেষে সে তার সহযাত্রী, যেন সে তাকে সঁপে দিতে পারে 'পিতার হাতে'। তার অনুগ্রহপুষ্ট ভক্তসন্তানকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে পিতার কাছে সে অর্পণ করে এবং মাটির বুকে রেখে যায় এই আশায় যে, দেহের বীজ মহিমায় উত্থিত হবে। এই অর্পণ খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞে পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, খ্রীষ্টযাগের পূর্বে ও পরের যে আশীর্বাদ তা হল উপ-সংস্কার ।

{খ} অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান

১৬৮৪: খ্রীষ্টীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মণ্ডলীর একটি আনুষ্ঠানিক উপাসনা। মণ্ডলীর এই সেবাকর্মটি পরলোকগত ব্যক্তির সঙ্গে ফলপ্রসূ মিলন প্রকাশের উদ্দেশে সম্পাদিত হয়, যেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমবেত- সমাজ মিলনে অংশগ্রহণ করে এবং সমাজের জন্য অনন্ত জীবনের কথা ঘোষণা করে।

১৬৮৫: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিভিন্ন রীতি, খ্রীষ্টীয় মৃত্যুর নিস্তার- বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং প্রতিটি অঞ্চলের অবস্থা ও ঐতিহ্য অনুসারে, এমন কি উপাসনা - অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য পোশাকের রঙের ব্যাপারেও প্রচলিত ঐতিহ্য বজায় রেখে তা করা হয়।

১৬৮৬: রোমীয় উপাসনা - রীতিতে খ্রীষ্টীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিতে তিন ধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে তিনটি স্থানকে ঘিরে (বাড়ীতে, গির্জায় ও কবরস্থানে), যেখানে অনুষ্ঠানগুলো, পরিবার, স্থানীয় প্রথা, কৃষ্টি ও লৌকিক ধর্মাচারের পছন্দ বিবেচনা করে পরিচালনা করে হয় । অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি সকল উপাসনা - ঐতিহ্যের যে সাধারণ ক্রিয়ানুষ্ঠান তা চারটি প্রধান উপাদানে গঠিত:

১৬৮৭: ভক্তসমাজের প্রতি সম্ভাষণ: ধর্মবিশ্বাসের সম্ভাষণ - বাণী জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের 'সংবেদনশীল' বাণী জানানো হয় (নব সন্ধির অর্থে,পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় প্রত্যাশা নিয়ে)। প্রার্থনায় সমবেত, প্রার্থনার সমাজ, "অনন্ত জীবনের বাণীর" জন্য অপেক্ষমান। ভক্তসমাজের কোন ব্যক্তির মৃত্যু (অথবা মৃত্যুবার্ষিকী, অথবা মৃত্যুর সপ্তম বা ত্রিশতম দিবস) এমনই একটি ঘটনা যা 'এই জগতের' দৃষ্টির ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসীদের পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের খাঁটি বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আকর্ষণ করবে।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যায় বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, পত্রবিতান ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন আগামী ১৪ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা।

আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে অবশ্যই SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫, **E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

তপস্যাকালের তৃতীয় রবিবার

(পূজনবর্ষ-খ)
১ম পাঠ: যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭
২য় পাঠ: ১ করিন্থীয় ১:২২-২৫
মঙ্গলসমাচার: যোহন ২:১৩-২৫

আজ তপস্যাকালের তৃতীয় রবিবার। মাতামণ্ডলীতে প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যাকাল হল ঐশরাজ্যের যাত্রাপথে আমাদের মন পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধি তথা জীবন নবায়নের সময়। পাপময় সংসারের অন্যায় আবর্জনা অনেক সময় আমাদের অজান্তেই প্রভাব বিস্তার ক'রে আমাদের মত ও পথকে বিভ্রান্ত করে, বিবেককে কলুষিত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ঘোলাটে ক'রে তোলে। ফলশ্রুতিতে আমাদের মনের সরলতা ও পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, পরিবারে ও সমাজে নানা প্রকার অশান্তি-অমিল ও অন্যায়-অন্যায্যতা সৃষ্টি হয়। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু এসেছিলেন আমাদেরকে নতুন মানুষ ও নতুন মিলন-সমাজ রূপে গড়ে তুলতে। তাই আজ আমাদের জীবনকে নবায়িত করতে হবে প্রভু যিশুখ্রিস্টকে কেন্দ্র করে; তাঁকে আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রেখে। প্রভু যিশুকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন কল্পনা করতে পারি না। আজকের পবিত্র শাস্ত্র পাঠগুলো থেকে আমরা তা-ই অনুধাবন করতে পারি, খ্রিস্টের আশ্রয়েই আমাদের নতুন জীবন নতুন সমাজ। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে এবং আপন প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই জগতে ঈশ্বরের যোগ্য প্রতিরূপ হওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও তাতেই আমাদের জীবনের পূর্ণতা। তবুও আমরা পাপ করে আমাদেরকে ঈশ্বরবিহীন করে ফেলি, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বিকৃত ও আচ্ছন্ন করে ফেলি। ফলে যে জীবন সুখময়, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হওয়ার কথা, সে জীবনে নেমে আসে হতাশা, নিরাশা, অশান্তি ও অনাসৃষ্টি। মানুষের সেই হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতেই ঈশ্বর সৃষ্টি পরিকল্পনা ছাড়াও মুক্তি পরিকল্পনা করেছেন।

আজকের প্রথম পাঠে যাত্রাপুস্তকে আমরা শুনতে পাই, সিনাই পর্বতে মোশীর কাছে ঈশ্বর-প্রদত্ত দশ আজ্ঞার বিষয়ে। ঈশ্বরের এই দশটি আজ্ঞা বা নির্দেশবাণী আমাদের জন্য যেন দশটি তীব্র আলোর মতো, যা ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের পথ স্পষ্ট ক'রে তোলে। এই পরম ধর্মবিধান যে কী ভাবে পালন করা উচিত, প্রভু যিশু নিজেও সেই বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছে পর্বতে প্রদত্ত তাঁর ধর্মোপদেশে (দ্র. মথি ৫:১৭-৪৮)। তৎকালীন সময়ে ইস্রায়েলীয়দের চারপাশের জাতিগুলোর মানুষেরা ছিল অলীক যত দেবদেবীর উপাসক; তারা শতরকম দেবদেবীর পূজা-আরাধনা করত। তাই প্রভু পরমেশ্বর এখানে ইস্রায়েলীদের স্পষ্টই বলেছেন, ধর্মের ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চলতে হবে; এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরের দশআজ্ঞা আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাই, সেখানে প্রথম তিনটি আজ্ঞা ঈশ্বরকেন্দ্রিক অর্থাৎ এখানে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। আর বাকি সাতটি আজ্ঞা মানুষকেন্দ্রিক অর্থাৎ সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত মোশীর কাছে দেওয়া এই দশটি বিধান পালনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব পালন করা হতো এবং বিধান পালনের মধ্যদিয়েই মানুষের ব্যক্তি-মর্যাদার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটতো। মিশরে দাসত্বের সময় ইস্রায়েল জাতি যে শুধু তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল তা নয় বরং পৌত্তলিকতার প্রভাবে তাদের মন-মানসিকতা এবং আধ্যাত্মিকতাও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। প্রেমময় ঈশ্বর কিন্তু নতুন ক'রে তাদের আহ্বান করেছেন দাসত্বের শৃঙ্খল ত্যাগ করে, অসত্য ও অন্যায়কে ত্যাগ করে, নতুনভাবে আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠতে। প্রথম পাঠে আমরা শুনতে পাই, ঈশ্বর বলছেন, "যারা আমাকে ভালোবাসে, আমার আদেশ যারা পালন করে, আমি তাদের বংশকে আমার কৃপাদানে ধন্য ক'রে থাকি সহস্রতম পুরুষ পর্যন্ত।" ছোটবেলায় ধর্মশিক্ষার সময়ে আমরা শিখেছি, ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে। আর পাপ সম্পর্কে আমরা শিখেছি, ঈশ্বরের আদেশ জেনে শুনে অমান্য করা-ই পাপ। আমাদের জীবন-যাপনে যখন আমরা ঈশ্বরকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে চাই না কিংবা পারি না, তখনই আমরা পাপের অবস্থায় থাকি। আর যখন আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও তাঁর আদেশ সকল মেনে চলি; তখনই আমরা হয়ে উঠি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের যোগ্য মানুষ। আজকের প্রথম পাঠে আমাদের প্রতিও ঈশ্বরের সেই একই আহ্বান; আমরা যেন তাঁকে ভালোবাসি, তাঁর আদেশ সর্বদা পালন করি। তাহলেই তিনি তাঁর সহস্র অনুগ্রহদানে আমাদেরকে আজীবন ধন্য করবেন।

আজকের দ্বিতীয় পাঠে করিন্থীয়দের কাছে সাধু পৌলের প্রথম ধর্মপত্রে বলা হচ্ছে, খ্রিস্টভক্তদের জীবনে সিদ্ধিলাভের অনন্য পথ হল ক্রুশ এবং ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট। আপাতঃ দৃষ্টিতে জগতের কাছে ক্রুশ দুর্বলতা ও পরাজয়ের প্রতীক মনে হলেও এই ক্রুশই খ্রিস্ট প্রদর্শিত আমাদের মুক্তির প্রথম সোপান। প্রভু যিশুর জীবনকালে তিনি ছিলেন ইহুদিদের পথের কাঁটা। কেননা ইহুদিদের আশা ছিল, প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা এসে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেশের যত শত্রুকে দমন ক'রে এক গৌরবময় শক্তিশালী ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর যখন তাঁর শিষ্যেরা প্রচার করেছেন প্রভু যিশু কেবল ইহুদীদের নয় বরং অনিহুদীদেরও মুক্তিদাতা; তখন ইহুদীদের কাছে এই বিষয়টি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর, আপত্তিকর এবং ধর্মনিন্দারই সামিল। অন্যদিকে কেবল দার্শনিক জ্ঞানের অন্বেষী গ্রীকেরা তা-ই চাইতো; সাংসারিক অর্থে যা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। সেই মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে ক্রীতদাসের মতো ক্রুশবিদ্ধ কোন মানুষ যে অন্য মানুষের মুক্তিদাতা হতে পারে এর কোন মানেই হয় না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরিতদূত পল তার পত্রে আজ আমাদেরকে বলছেন, "প্রিয়জনেরা, ইহুদিরা যখন অলৌকিক যত নিদর্শন দেখতে চায় আর গ্রীকেরা জ্ঞানেরই সন্ধান করে, আমরা কিন্তু তখন প্রচার করি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকেই।" আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের আলোকে এই কথা স্পষ্ট যে, খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়েই পরম জ্ঞানময় ঈশ্বরের শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে; সক্রিয় হয়ে উঠেছে আমাদের পাপমুক্ত হওয়ার সমস্ত আশা ও পবিত্র হওয়ার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। তাই আমাদের প্রতিদিনকার খ্রিস্টীয় জীবনে কেবল যুক্তিতর্ক, জ্ঞানচর্চা, ছল-চাতুরী ও অলৌকিকতার প্রত্যাশা না করে বরং যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর দেখানো পথের আশ্রয় নিতে পারলে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ যিশুকেই প্রচার করতে পারব।

আজকের পবিত্র মঙ্গলসমাচারে আমরা শুনতে পাই, প্রভু যিশু জেরুসালেম মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির থেকে ব্যবসায়ীদের গরু, ভেড়া ও পায়রা সরিয়ে দিয়ে এবং পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে ফেলে, টেবিল উল্টিয়ে দিয়ে মন্দির থেকে সবাইকে বের করে দিলেন এবং দায়িত্ব ও অধিকারের সুরে তিনি বললেন "আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না।" ইহুদিদের কাছে জেরুসালেম মন্দির ছিল ঈশ্বরের আপন গৃহ; তিনি সেখানে সদা বিদ্যমান। তবে, তৎকালীন সময়ে ইহুদিদের নিয়ম ছিল, ধর্মীয় মানত পূরণ ও বলিদানের জন্য মন্দিরে গরু, ভেড়া ও পায়রা উৎসর্গ করা এবং মন্দিরের কর বা প্রণামী ইহুদি টাকায় প্রদান করা। তাই ব্যবসায়ীরা সেখানে গরু, ভেড়া ও পায়রা বিক্রি করতো এবং পোদ্দারেরা টাকা ভাঙানোরা কাজ করতো। সেখানে বিদেশী যত তীর্থযাত্রী আসতো তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েই মন্দিরের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে গরু বা ভেড়া ক্রয় করে ও টাকা ভাঙিয়ে তা সেই মন্দিরেই উৎসর্গ করতো। বলা বাহুল্য, বাইরে থেকে কোন গরু-ভেড়া এনে তা মন্দিরে উৎসর্গ করতে পারতো না। এজন্য সেখানে সারাক্ষণ কর্মব্যস্ততা, কোলাহল ও হইচই লেগেই থাকতো। প্রভু যিশু এই বিষয়টি কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেননি।

এক পর্যায়ে ইহুদীদের সাথে তর্ক-বিতর্কের জবাবে যিশু বললেন "এই মন্দির ভেঙ্গে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা আবার গড়ে তুলবো।" যিশু এই কথাগুলো বলে একদিকে ঈশ্বরের পবিত্রধাম মন্দিরের গুরুত্ব ও মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন; অন্যদিকে তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যু, যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানেরও পূর্বাভাস দিয়েছেন। প্রভু যিশু তিন দিনের মধ্যে যে মন্দির গড়ে তোলার কথা বলেছেন, তা তাঁর নিজেরই দেহ। ইহুদীরা যে দেহকে ধ্বংস করবে; তিনি তিন দিনের মধ্যেই তা গড়ে তুলবেন অর্থাৎ পুনরুত্থিত হবেন আর সত্যিই তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। পুনরুত্থান করে যিশুখ্রিস্ট হয়ে উঠলেন এক নতুন মন্দির; ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার এক নতুন মাধ্যম। তিনি হলেন মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ এবং আমরা হলাম তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরাও ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি। হয়ে উঠেছি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের মন্দির। তাই

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপবাস ও ত্যাগস্বীকার

ফাদার সুধীর গমেজ ওএমআই

আমরা এখন ৪০ দিনব্যাপী তপস্যাকালে রয়েছি। এই সময়ে আমরা অনেক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে থাকি। তার মধ্যে উপবাস ও ত্যাগস্বীকার অন্যতম। উপবাস হচ্ছে উপোস, রোজা, নিরাহার থাকা। উপবাস হচ্ছে ভক্তিপ্রাণ মানুষের জন্য এক ধরনের ঐতিহ্যগত প্রায়শ্চিত্ত যার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং প্রভুর জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করা হয়। উপবাস হচ্ছে খাদ্য বা পানীয় কম পরিমাণে গ্রহণ করার স্বাধীন ইচ্ছা। মণ্ডলীর নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বছর থেকে ৫৯ বছর বয়সের সকল কাথলিক খ্রিস্টভক্ত ভস্ম-বুধবারে ও পুণ্য শুক্রবারে উপবাস করতে বাধ্য। উপবাসের নিয়ম হচ্ছে একবেলা পূর্ণ আহার, অন্য বেলা সামান্য আহার। কিন্তু যারা চায় তারা সারাদিন উপবাস করতে পারে। তপস্যাকালের প্রতি শুক্রবার মাছ-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। উপবাস আসলে শুধু এই ৪০ দিনই নয়, সারা বছর ধরে করা যায়। অন্যদিকে ত্যাগস্বীকার হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন। কোন একটি ভালো উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নিজে যা বিসর্জন দেয়, যা ত্যাগ করে, তাকেই ত্যাগস্বীকার বলে। ত্যাগস্বীকার হচ্ছে স্বার্থত্যাগ করে, দৈহিক সংযম করা যেন আত্মার শুচিতা লাভ করা যায়, দেহমনে সংযত হওয়া যায়, শুচিশুভ্র অন্তর নিয়ে পাপমুক্ত জীবন-যাপন করা যায়। ত্যাগস্বীকার হচ্ছে এক ধরনের প্রায়শ্চিত্তমূলক আচরণ যেখানে খ্রিস্টভক্তগণ যে কোন প্রকার নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় বা মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য এই উপবাস ও ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন, যা ধীরে ধীরে শান্তি ও আনন্দ সহকারে "সুখ পন্থাগুলো" জীবনে মূর্ত করতে পরিচালিত করে। ত্যাগস্বীকার, আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ব্যতীত কোন পবিত্রতা নেই *(২ তিমথি ৪)*। আমরা বিভিন্ন ভাবে ত্যাগস্বীকার করতে পারি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে উপবাস।

অনুতাপ, মনপরিবর্তন ও প্রায়শ্চিত্তের চিহ্নস্বরূপ পবিত্র শাস্ত্র ও মণ্ডলীর পিতৃগণ অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই পুরো তপস্যাকালে, তবে বিশেষ করে প্রভু যিশুর মৃত্যুস্মরণে প্রতি শুক্রবার হচ্ছে খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রায়শ্চিত্ত অনুশীলনের গভীর মুহূর্ত। এই তপস্যাকাল আধ্যাত্মিক অনুশীলন, অনুতাপসূচক উপসনা অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্তের চিহ্নস্বরূপ তীর্থযাত্রা, স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগ, যেমন- উপবাস, প্রার্থনা, ভিক্ষাদান, ভ্রাতৃত্বসুলভ সহভাগিতা বা দয়ার কাজ প্রভৃতির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মণ্ডলীর চতুর্থ আজ্ঞাটিতে সরাসরি বলা হয়েছে "নির্দিষ্ট দিবসে উপবাস ও মাংসাহার ত্যাগ" করার কথা, অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন ও প্রায়শ্চিত্তের কথা। পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে উপবাস, প্রার্থনা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি কর্মকে "সৎকর্ম" হিসেবে দেখা হয়েছে এবং তা অনুশীলন করতে বলা হয়েছে। স্বর্গীয় পিতা গোপনে থেকে আমাদের এই সৎকর্মগুলো দেখেন। তাই এগুলো যেন 'লোক দেখানো' না হয়, অভ্যন্তরীণ হয় *(মথি ৬:১-৬)*।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এরূপ অনেক 'বাহ্যিক ক্রিয়া' যেমন- "চটবস্ত্র পরিধান ও ভস্ম মাখানোর" উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে *(যোয়েল ২:১২-১৩)*। কিন্তু নতুন নিয়মে যিশু বাহ্যিকতার চেয়ে হৃদয়ের পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ছাড়া এরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল ও মিথ্যা। তাই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন, অঙ্গভঙ্গি ও প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজ যেমন- উপবাস, ত্যাগস্বীকার, অনুতাপ অপরিহার্য। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হচ্ছে গোটা জীবনের মৌলিক পরিবর্তন। অর্থাৎ, চিন্তার পরিবর্তন, মনোভাবের পরিবর্তন, পথের পরিবর্তন, কর্মে পরিবর্তন। এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হচ্ছে প্রত্যাবর্তন, সর্বান্তকরণে প্রভুর কাছে ফিরে আসা, পাপের পরিসমাপ্তি এবং নিজ নিজ কৃত পাপের প্রতি ভর্ৎসনা সহকারে মন্দতা থেকে ফিরে আসা। এর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের উপর অগাধ আস্থা এবং পরিবর্তিত হওয়ার জন্য বাসনা ও সংকল্প। অন্তরের এই পরিবর্তনের জন্য কিছু দুঃখ-কষ্ট সহ্য ও ত্যাগস্বীকার করার দাবী রাখে। মানুষের হৃদয় বিভিন্ন কারণে ভারাক্রান্ত ও কঠিন থাকে। তাই ঈশ্বর মানুষকে নতুন হৃদয় দেন *(এজিকিয়েল ৩৬:২৬-২৭)*, পাপের পথ ছেড়ে নতুনভাবে শুরু করার জন্য; তার জন্য ঈশ্বর আমাদের শক্তি ও অনুগ্রহও দান করেন। আমাদের পাপ যিশুকে বিদীর্ণ করে, আবার যিশুর দিকে তাকিয়ে মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয় *(যোহন ১৯:৩৭)*।

উপবাস করলেই যে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। আমরা বাইবেলে পাই সেই ফরিসীর গল্প যে নিজেকে 'ধার্মিক' বলে, অন্যের চেয়ে 'ভাল' বলে জাহির করতো; সপ্তাহে দুই বার উপবাস এবং সমস্ত আয়ের দশ শতাংশ দান করতো বলে দাম্ভিক ও অহংকারী ছিল। কিন্তু অন্য দিকে করগ্রাহক নিজেকে ঈশ্বরের সামনে 'পাপী' বলে স্বীকার করে, নিজেকে নম্র করে, নিজের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করে *(লূক ১৮:৯-১৪)*। আমাদের উচিত এরূপ অনুতাপী ও নম্র হওয়া যেন ঈশ্বরের করুণা লাভ করে পরিত্রাণ পেতে পারি। যিশু দীক্ষাস্নাত হওয়ার পর পবিত্র আত্মার দ্বারা মরুপ্রান্তরে আনীত হন, সেখানে ৪০ দিন ধরে তিনি উপবাস ও প্রার্থনায় কাটালেন এবং শেষে শয়তান দ্বারা ৩ বার পরীক্ষিত হলেন। যিশু শয়তানের এই আক্রমণগুলো প্রতিহত করলেন। আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা কিন্তু শয়তানের প্রলোভনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে যিশু শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। তপস্যাকালের আহ্বান এটাই আমরা যেন শয়তান এবং তার সকল মন্দতাকে পরিহার করে পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হতে পারি। এর জন্য প্রার্থনারও খুব প্রয়োজন, যেমনটি যিশু প্রার্থনায় কাটিয়েছেন।

কথায় বলে- শয়তান নাকি সর্বদা জেগে থাকে, ঘুমায় না; সবসময় সুযোগ খোঁজে কখন, কাকে পাপের পথে নিয়ে যাবে। তাই প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ শয়তানের প্রলোভনে পরছে, আর পাপ করছে। পাপ শুধু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ নয় বরং মণ্ডলী ও সমাজের বিরুদ্ধেও অপরাধ। তাই খ্রিস্ট চেয়েছেন যেন আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হই এবং মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করি। একজন খ্রিস্টানের অভ্যন্তরীণ অনুতাপ অনেক ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন- পবিত্র শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, উপবাস, ভিক্ষাদান, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ, পুনর্মিলন বা পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা, প্রতিবেশির সঙ্গে পুনর্মিলন, প্রতিবেশির পরিত্রাণের জন্য ভাবনা, অনুতাপের অশ্রুজল, সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতা কামনা, দরিদ্রদের জন্য ভাবনা, ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের অনুশীলন ও রক্ষণ, ভ্রাতৃপ্রেমে অন্যের দোষ ত্রুটি সংশোধন, নিজের জীবন পর্যালোচনা, বিবেকের পরীক্ষা, আধ্যাত্মিক পরামর্শ, নিজ পাপের জন্য দুঃখ-কষ্ট স্বীকার, ধার্মিকতার

কারণে নির্যাতন সহ্য করা, প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে যিশুর অনুশীলন করা এবং ভালোবাসার অনুশীলন করা; কারণ ভালোবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয় *(১ পিতর ৪:৮)*।

এই লেখার মূলসূর হচ্ছে উপবাস ও ত্যাগস্বীকার। উপবাস ও ত্যাগস্বীকার কেন? যেন আমাদের মনপরিবর্তন হয়, নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে পারি, মূলতঃ আমরা যেন পবিত্র থাকতে পারি, পাপের পথ ছেড়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসতে পারি। পবিত্র বাইবেলে যিশু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী *(লূক ১৫: ১১-২৪)*, যেখানে আমরা পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ ও মনপরিবর্তনের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী চরিত্র দেখতে পাই। এই উপমার কেন্দ্রস্থলে আছেন দয়ালু পিতা; পুত্রের মায়াময় স্বাধীনতার মোহ; পিতার গৃহ পরিত্যাগ; তার সহায়সম্বল অপব্যয় করার পর পুত্রের চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা; শুকর চরানোর কাজ তার গভীর অবমাননাকর অবস্থা, তার চেয়েও করুণ- শুকরের উচ্ছিষ্ট ভুসি খেতে চাওয়া; হারানো সবকিছুর উপর তার চিন্তা; তার অনুশোচনা ও সিদ্ধান্ত যে, পিতার কাছে নিজেকে সে অপরাধী বলে স্বীকার করবে; প্রত্যাবর্তনের যাত্রা; পিতার উদার অভ্যর্থনা; পিতার আনন্দ- এসবই হলো মনপরিবর্তন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট। সুন্দর পোশাক, অঙ্গুরীয় ও ভোজ-উৎসব হলো নবজীবনের প্রতীক এবং বিশুদ্ধ, যথাযোগ্য ও আনন্দময় জীবনের নিদর্শন। এখানে আমরা দেখি পাপী অপব্যয়ী, নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলেটি ঈশ্বর, তার পরিবার, অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীর কোলে ফিরে আসে। পিতার অর্থাৎ ঈশ্বরের ভালোবাসার গভীরতা আমাদের কাছে এই উপমার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা এই ভালোবাসাপূর্ণ পিতার হৃদয়ে যেন বার বার ফিরে আসি, এটাই তপস্যা কালের মূল শিক্ষা।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের অভ্যন্তরীণ উপবাস সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর কথা এরূপঃ ক) স্বার্থপরতা থেকে উপবাস করুন, পক্ষান্তরে সহমর্মিতা প্রদর্শন করুন; খ) ক্রোধ থেকে উপবাস করুন, অন্তরে কৃতজ্ঞ থাকুন; গ) হৃদয়ে আঘাত করা থেকে উপবাস করুন, সদয় আচরণ করুন; ঘ) ক্ষোভ থেকে উপবাস করুন, পুনর্মিলন করুন; ঙ) অভিযোগ করা থেকে উপবাস করুন, সরলতা অভ্যাস করুণ; চ) বেশি কথা বলা থেকে উপবাস করুন, নীরব থেকে শুনুন; ছ) দুঃশ্চিন্তা থেকে উপবাস করুণ, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন; জ) মানসিক তিক্ততা থেকে উপবাস করুণ, আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠুন; ঝ) হতাশা থেকে উপবাস করুন, হৃদয় আশাপূর্ণ করুন; ঞ) মানসিক চাপ থেকে উপবাস করুন, প্রার্থনাশীল হয়ে উঠুন,... ইত্যাদি। ঈশ্বর পাপীর মৃত্যু চান না, তিনি চান পাপী যেন তার সমস্ত পাপকর্মের পথ ছেড়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসে, তাঁর সমস্ত বিধিনির্দেশ মেনে চলে, আর ন্যায়ধর্ম পালন করে। তাহলে সে মরবে না, বেঁচেই যাবে। এভাবেই এই তপস্যাকাল আমাদের পবিত্র হতে আহ্বান করে। কিন্তু কেউ যদি পাপের পথেই থাকে, দুর্জনের মত কুকর্ম করে যায়, নিজ পাপের জন্য কোন অনুতাপ, পরিবর্তন না হয়; তবে সে মরবেই *(এজেকিয়েল ১৮:২১-২৪)*। আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ বড়ই দুর্বল; প্রতিনিয়ত পাপে পতিত হই। কিন্তু সেই পথ ছেড়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসাটাই এই তপস্যাকালের মূল আহ্বান। এইজন্য পাপীর কাছে ভগবানের একান্ত আহ্বান: "মন ফেরাও, ফিরেই এসো," এবং তার অমোঘ প্রতিশ্রুতিঃ মন ফেরালে "বাঁচাবেই বাঁচবে তুমি" (৩০-৩২)। তপস্যা ও ত্যাগস্বীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত যিশুর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আমরা এখানে ধ্যান করতে পারি: ক) আমি তো ধার্মিকের নয়, পাপীদেরই কাছে অনুতাপের আহ্বান জানাতে এসেছি *(লূক ৫:৩২)*; খ) কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(লূক ৯:২৩)*; গ) আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ *(মথি ২৫:৪০)*; ঘ) তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ যদি থাকে, তুমি সব কিছুর আগে তার সঙ্গে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনো *(মথি ৫:২৩-২৪)*; ঙ) স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র *(মথি ৫:৪৮)*; চ) তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমারাও তেমনি দয়ালু হও *(লূক ৬:৩৬)*।

যিশুর এরূপ অনেক কথা আছে যা আমাদের অনুপ্রাণীত করে ঐশবিধানের পথে চলতে এবং আন্তরিক অনুতাপের মধ্যদিয়ে প্রভুর স্নেহ-ছায়ায় তার কাছে ফিরে আসতে। উপবাস অপ্রয়োজনীয় নয়। যিশু কখনো উপবাসকে নিরুৎসাহিত করেননি। তিনি নিজে উপবাস পালন করেছেন এবং তার শিষ্যদেরও উপবাস করতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মতো উপবাসকে ঘিরে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা ও অনাচার ছিল, যিশু তা সংশোধন করেন। যিশু কখনো উপবাসকে গুরুত্বহীন করেননি। আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, অন্তরের বাসনা ও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য, পাপ থেকে আমাদের দেহকে বশে রাখার জন্য; অনুতাপ, অনুশোচনা, পাপস্বীকার ও মনপরিবর্তন করার জন্য উপবাসের বাহ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের সকল প্রকার বাহ্যিক উপবাস ও ত্যাগস্বীকার আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আরো পবিত্র করে তুলুক, এই প্রার্থনা করি॥ ৯০

[কৃতজ্ঞতাঃ কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ও ইন্টারনেট]॥

বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ'র...প্রেসিডেন্ট মার্সিয়া মিলি গমেজ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

একজন নিবেদিত প্রশিক্ষক হিসেবে মার্সিয়া মিলি নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার, যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সেইসাথে খ্রিস্টান নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন।

পেশাগত এবং সমাজ উন্নয়নে যেমন তিনি উজ্জ্বল, তেমনি শিক্ষা জীবনেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঢাকার স্বনামধন্য হলিক্রস কলেজ হতে এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (ব্যাচেলর অব এডুকেশন) বিএড ডিগ্রি সফলতার সাথে অর্জন করেন।

পেশাগত, সমাজ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মার্সিয়া মিলি গমেজ একজন সচেতন ও দক্ষ গৃহিনীও। মেয়ে রাত্রি মিশেল ও ছেলে অভিষেক ইম্মানুয়েল গমেজ উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। মার্সিয়া মিলি ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন সফল প্রেসিডেন্ট ও এশিয়া প্যাসিফিক ওয়াইএমসিএ-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের নারী কমিটির আহ্বায়ক, বাংলাদেশ হাগাই ইনস্টিটিউট অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)-এর মহিলা কমিটির সহ-আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি রাজাবাজার খ্রীষ্টান কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও, রাজাবাজারে স্থানীয় নারী, যুব ও বয়স্ক ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে চ্যাপেল নির্মাণের জন্যও অবদান রেখেছেন॥ ৯০

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য অনুধ্যান
বৈচিত্র্যে ঐক্য ও ক্ষমতায়নে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

মানিক ইসাহাক বিশ্বাস

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এটি নারী ও মেয়েদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সকল অর্জনকে স্বীকৃতি ও উদ্‌যাপন করার একটি বিশ্বব্যাপী দিবস। এটি নারী পুরুষের সমতা অর্জনের দিকে অগ্রগতি এবং আগামীর বাকি কাজ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি পদক্ষেপ গ্রহণের মুহূর্ত। আমরা বিশ্বাস করি যে, পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি, শালীনতাবোধ, ধৈর্য এবং পরমত সহিষ্ণুতা আমাদেরকে বিশ্ব শান্তি উদ্‌যাপনে সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে পালিত হতে দেখা যায়। এটি উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের শ্রম আন্দোলনের কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সমাজে নারীদের সমান অংশগ্রহণের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান আহ্বানকে সর্বস্তরে প্রতিফলিত করেছে। অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে ১৯ মার্চ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন, এক মিলিয়নেরও বেশি মহিলা এবং পুরুষ তাদের সমর্থন জানাতে জনসাধারণের ইভেন্টে এবং সভায় অংশ নিয়েছিলেন। অন্যান্য দেশগুলি পরবর্তী বছরগুলিতে এই দিনটিকে পালন ও উদ্‌যাপন করতে শুরু করে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা শুরু করে।

আজ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস হল একতা, উদ্‌যাপন, প্রতিফলন, বৃহত্তর কণ্ঠস্বরকে জাগ্রত করা এবং কর্মের মাঝে কর্মী মিলনের একটি শুভ দিন যা বিশ্বব্যাপী অনেক দেশে পালিত হয়। মার্চ মাস হল নারীদের ইতিহাসের মাস - একটি সময় যা নারীদের প্রতিফলন এবং উদ্‌যাপনের জন্য ইতিহাস জুড়ে তাদের কৃতিত্বের জন্য নিবেদিত। ৮ মার্চ, আমরা বিশ্বব্যাপী নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে স্মরণ, অনুপ্রাণিত ও মানব সভ্যতার উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করি।

ট্যালেন্ট ব্যুরো একটি সংস্থা যা অনেক নেতৃস্থানীয় নারী বক্তাদের সাথে আলোচনা করেছে। এই নারীদের প্রত্যেকে মানসিকভাবে সমতাকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন ক্রমাগত নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে। অনেক বাঁধা বিপত্তি জয় করে। তারা নারী ও পুরুষের সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের নিজ নিজ কাজের মধ্যে অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করেছে যে তাদের আবেগ, সংকল্প এবং অনন্য দক্ষতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন পথ পরিক্রমা তৈরিতে তারা ভূমিকা রাখছে ভবিষ্যতের নারীদের জন্য যাতে আগামীর পৃথিবী একটু হলেও অন্য নারীদের জন্য সহজতর ও যুগোপযোগী হয়। যেখানে প্রত্যেক নারীই হবে বিজয়ী ও জয়ী।

বর্তমান কর্মব্যস্ত সমাজ ও পৃথিবীতে নারীরা বাইরের কাজেও পুরুষের সাথে সমানতালে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং একটি সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের কাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারীদেরকে সমানভাবে লড়াই করতে হয়। নারী ও প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের চাহিদা, আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষাকে মূল্যবান এবং অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চিত করার অনেক উপায় একটি সংস্থায় রয়েছে। কর্মপন্থায় কৌশলগত পরিকল্পনায় সংস্থাসমূহ যদি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে আচরণ করে তবে সমতার বিশ্ব গড়ে ওঠবে সহজেই। নিম্নোক্ত পরিকল্পনা নারীদেরকে এগিয়ে দিতে পারে অনেকাংশে:-

- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন গঠন
- নারীর প্রতিভা মূল্যায়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যর্থার্থ নিরীক্ষণ করা, ধরে রাখা এবং মানবিক বিকাশের ব্যবস্থা করা
- নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবসা এবং সামাজিক উদ্যোগে নারী ও মেয়েদের সমর্থন করা
- নারীবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ
- নারী এবং বয়সন্ধিকালীন মেয়েদের তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান ও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা
- টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় নারী ও মেয়েদের সম্পৃক্ত করা
- মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারী ও মেয়েদের প্রবেশাধিকার প্রদান
- খেলাধুলায় নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করানো এবং কৃতিত্ব বৃদ্ধি করা
- নারী ও মেয়েদের সৃজনশীল এবং শৈল্পিক প্রতিভা প্রচার করা, প্রতিভাকে সমুজ্জ্বলিত করার লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহণ করা
- নারী ও মেয়েদের অগ্রগতি সমর্থনকারী সেক্টর সমূহকে শক্তিশালী করা এবং উক্ত ক্ষেত্রগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতার আওতায় এনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও বলয় রচনা করা।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই দিনের প্রচারাভিযানের থিম Inspire Inclusion যার অর্থ হলো সমাজের সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং ক্ষমতায়নের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এর অর্থ হলো নারীশক্তি জাগরিত হোক সকলের অন্তরে। মননে। মানসপটে। এই শক্তি সকল বাঁধাগুলি ভেঙে ফেলার জন্য, স্টেরিওটাইপগুলিকে (সামাজিক কুসংস্কার এবং কুপ্রথা-যা চলার পথে বাঁধা দেয় সেগুলোকে) চ্যালেঞ্জ করার এবং এমন পরিবেশ তৈরি করার জন্য পদক্ষেপের আহ্বান জানায় যেখানে সমস্ত নারীকে মূল্যবান এবং সম্মান করা হয়। ইন্সপায়ার ইনক্লুশন প্রত্যেককে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীসহ জীবনের সর্বস্তরের নারীদের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবদানকে স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত করে। সমাজের প্রতি পদক্ষেপে যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদেরকে আহ্বান করা হলো আজ এই দিনের মূল প্রতিফলিত বিষয়বস্তু। বিধবা। প্রতিবন্ধী নারী। দুর্বল বয়স্কা নারী। সন্তান হারা মা। স্বামী পরিত্যক্তা (স্বামী না থাকার কারণে সামাজিকভাবে নির্যাতিত নারী)। সারাদিন ক্লান্ত-শ্রান্ত আদিবাসী নারী, যে কি না জানে না বা কোন দিন শুনে নি বা শুনবেও না যে, বিশ্ব নারী দিবস বলে কোন বিশেষ দিন আছে। তারা হিজড়া জনগোষ্ঠী যে তার সারাদিন নির্বাহ করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা কালেকশন/সংগ্রহ করে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভিক্ষুক মা যখন সন্তানের মুখে পানি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। তাদেরকে কৃতিত্ব দেওয়ার দিন হলো এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন নারী কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। মানসিক সমস্যার প্রাদুর্ভাব পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। নারীদের মধ্যে সাধারণত যেসব মানসিক সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো হল- হতাশা এবং উদ্বেগ। এই দু'টো সমস্যা ছাড়াও নারীদের একান্ত নিজস্ব যে মানসিক সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গর্ভকালীন বিষন্নতা, মাসিকের আগে ও পরে ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন হওয়া, মেনোপজের আগে ও পরে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়া। তাছাড়া ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের বেড়াজাল তো নিত্য দিনের সঙ্গী। নারীদের মানসিক সমস্যাগুলোকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজ এড়িয়ে যেতে চায় কিন্তু এই সমস্যাগুলো নারীদের বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং নিরাপদ ও নিরাপত্তা উভয় সংকট সমাধান ও সমূলে উৎপাটন প্রয়োজন। সময় এসেছে সর্বক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকে অনুপ্রাণিত করা। যার প্রকৃত অর্থ হল নারীদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা এবং ক্ষমতায়ন প্রয়াশকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ এ বাস্তবে রূপদান করা এবং সত্যসন্মত ভাবে তা স্বীকার ও উদ্‌যাপন করা। আজ হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই মহতী লগ্ন যখন আমরা বিশ্বব্যাপী নারী দিবস (IWD) উপলক্ষে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্জনের ক্ষেত্রসমূহকে যথার্থ সম্মাননা প্রদান করে থাকি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতি বছর, এই দিনটি সমতার অধিকার ভিত্তিতে অগ্রগতির একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং যে কাজগুলি এখনও করা দরকার তা আগামীর এজেন্ডা হিসাবে সম্মুখে প্রতিফলিত করে।

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দ্বারা রচিত এই পঙক্তিগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় নারীরা হলেন সমাজের অন্যতম সঞ্জীবনী শক্তি। পুরুষের চলার পথের পাথেয় অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে পরিবারের মায়ের উপরে। সুস্থ-নিরপেক্ষ সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন সুন্দর-অর্থবহ এবং সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের প্রয়াশে। নারীশক্তির বিকাশ ও সমাজে নারীদের সুস্পষ্ট অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে প্রতিবছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" পালন হয়ে ওঠুক সকলের অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। আলোকবর্তিকা স্বরূপা নারীরা বিশ্ব জয়ের মন্ত্রে, সন্তানের সাফল্যে, নিজেদের গৌরবে অপার সৌন্দর্যের পদচারণায় ভরিয়ে তুলুক বিশ্ব দরবারে সাম্যতা, একতা, শৃঙ্খলা, ভালোবাসা ও প্রেমের শীতলতায়। ন্যায্যতা, সাম্যতা ও সমতার অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজব্যবস্থায় যুগ যুগ কৃতিত্ব হোক নারীদের সাফল্যগাঁথা সমানতালে আকাশচুম্বী সফলতার আলিঙ্গনে। সকল নারীদেরকে এই দিনে শুভেচ্ছা। মা। বোন। মামী-মাসী-পিসি। মাতৃধন্য সকল নারী। স্ব-স্ব সফলতায় কৃতিত্ব, বন্দিত, আরাধিত ও নন্দিত হোক যুগেযুগান্তরে॥ ৯

আমি সেই মেয়ে

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

আমি সেই মেয়ে যার জন্মে খুশি হতে পারেনা
নিজের গর্ভধারিণী মা!
আমি সেই মেয়ে যাকে বোঝার দায়ে প্রাপ্য হক
হতে বঞ্চিত হতে হয়!
বাবা, ভাইয়ের উপর নির্ভর করে চলতে হয়
যুগের পর যুগ বাধ্য হয়ে!
আমি সেই মেয়ে যে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি
দিতে পারে না আমি পড়তে চাই,
এগিয়ে যেতে চাই আরও বহুদূর...
আমি সেই মেয়ে যাকে বিদায় করতে ব্যস্ত পরিবার
দ্বিগুণ বয়সের বর নিয়ে করতে হয় সংসার!
আমি সেই মেয়ে যার শখ আহ্লাদ বলতে কিছু থাকতে নেই!
আমি সেই মেয়ে যার উপর করা নির্যাতনের দায় ও
তার নিজেরই!
যাকে পাড়া প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজন দেখে
ভোগের বস্তু হিসেবে!
সুযোগ খোঁজে সম্মানহানি করার, তবুও এ দায় আমারই,
সমাজ আমাকে 'নষ্টা' বলেই আখ্যায়িত করে,
আমি সেই মেয়ে যার নিরাপদে বাঁচার কোনো অধিকার নেই!
যে বলতে পারেনা আমি পড়তে চাই, নিজেকে গড়তে চাই শক্তিমতি করে!
আমি সেই মেয়ে যার নিজের বলে কোন বাড়ি হয়না,
আমি সেই মেয়ে যার সাহস নেই, যাকে শৈশবেই শিখিয়ে দেয়া হয়,
মেনে নাও,
মানিয়ে নাও! প্রতিবাদ করতে নেই
আমি সেই মেয়ে শৈশবে, কৈশোরে বাবা ভাইয়ের বোঝা, যৌবনে স্বামীর,
বার্ধক্যে সন্তানের!
আমি সেই মেয়ে, যে স্বামীর অমানুষিক শারীরিক মানসিক নির্যাতনের পরে বলি
'ভালো আছি' আমি সেই মেয়ে, বয়স্কালে যার সন্তান বলে মা
এই তোমার নতুন ঘর, নতুন ঠিকানা,
দেখবে তোমার মতো অনেকেই আছে, তোমার একা থাকতে হবেনা,
কথা বলার একটা মানুষ পাবে!
আমি সেই মেয়ে, যে বৃদ্ধাশ্রমে থেকেও দু'হাত তুলে চোখের জল ফেলে
আমার রেখে যাওয়া সন্তানের মঙ্গলই কামনা করি!

আর বিধাতাকে বলি, পরের জন্মে আমায় একটা পাখির জীবন দিও,
কিংবা বটগাছের! তবু আমায় আবার দিও না অভিশপ্ত নারীজীবন,
আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে, আমিই সেই মেয়ে!

নারী নির্যাতন ও বাংলাদেশ সংবিধানের ধারাসমূহ

দ্বীপ ফ্রান্সিস রোজারিও

নারী কথাটি শুনলে আমাদের সবার মনে একেক ধরনের চিন্তার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে হয়ত মনে হতে পারে মায়ের কথা, বোনের কথা বা কারো স্ত্রীর কথা। ঠিক তাই আসলে আমরা নারী বলতে মা-বোন, মাসি-পিসি অথবা কারো স্ত্রীকে বুঝি। কিন্তু জন্মের পর থেকেই কোনো মেয়েকে নারী বলে স্বীকার করা যায় না। একজন মেয়ে তখনই নারী হয়ে ওঠে যখন মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন অথবা যৌবনকাল শুরু হয়। অর্থাৎ মেয়েদের যখন যৌবনকাল শুরু হয় তখন তাদের নারী বলা যায়।

নারী ও পুরুষের সমার্থ শব্দ: আমরা সবাই নারী ও পুরুষ চিনি। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ নারী ও পুরুষের সমার্থ শব্দ জানি না। আসলে নারী ও পরুষের শব্দের অনেকগুলো সমার্থ শব্দ আছে। পুরুষ শব্দের কিছু সমার্থক হলো যেমন: বেটাছেলে, ছেলে, মরদ, মদ্দা, নর, মানব, মানুষ, আদিম ইত্যাদি। আর নারী শব্দের কিছু সমার্থ শব্দ হলো যেমন: স্ত্রী, মেয়ে, স্ত্রীলোক, মেয়েছেলে, মহিলা, ললনা, মানবী, অবলা, কামিনী ইত্যাদি। আমরা যদি আবার একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো নারী ও পুরুষ শব্দের সমার্থ শব্দে একটি পার্থক্য আছে। আর পার্থক্যটা হলো এটাই নারী শব্দের সমার্থ শব্দে কোনো 'মানুষ' শব্দ নেই কিন্তু পুরুষ শব্দের সমাথ শব্দে 'মানুষ' শব্দটি আছে।

নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা ও ধরণ

এতক্ষণ শুধু একজন নারীকে এবং নারী ও পুরুষ শব্দের সমার্থ শব্দ সম্পর্কে জানলাম। একই সাথে নারী ও পুরুষ শব্দের সমার্থ শব্দের মধ্যে পার্থক্য জানলাম। এখন বলা যাক নারী নির্যাতন বিষয়ে। নারী নির্যাতন হলো নারীর শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা। জাতিসংঘ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করেছে। যেমন: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮৫ তম সভায় বলা হয়েছে "এমন কোনো কর্ম যা কিনা নারীর শারীরিক, মানসিক বা যৌন ক্ষতি বা দুর্ভোগের কারণ হয়, যার মধ্যে হুমকি, বাধ্য করা, স্বাধীনতা অন্তর্ভূক্ত ঘটনাটি গোপনে বা প্রকাশ্যে যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন তাকেই নারী নির্যাতন বলে।" ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ সিডও সনদ নারী নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "নারীকে শারীরিক, মানসিক ও দৈহিক ভাবে বেদনাহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভোগের ভাগীদার করে এমন কিছু আচরণ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি বা বল প্রয়োগ যা নারীর সেচ্ছামূলক কাজ করার বা চলাফেরা করার ব্যাপারে তাকে বঞ্চিত করে তাই নারী নির্যাতন।" আবার ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল ঘোষণা বা "Declaration on the Alimentation of Violence Against Woman" এ বলা হয়েছে "গৃহে স্বামী কিংবা অন্য কোনো সদস্য দ্বারা সংঘটিত শোষণ বা বৈষম্যমূলক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন, মেয়ে শিশুদের উপর যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ, স্ত্রী-অঙ্গচ্ছেদ সহ নারীর জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য প্রচলিত কর্মকাণ্ড সমূহ শারীরিক মানসিক ও যৌন নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে সেগুলোকে নারী নির্যাতন বলে।" ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনার ১৩৩ ধারায় বলা হয়েছে "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বলতে বুঝায় নারীর প্রতি সহিংসতা মূলক যে কোনো ধরনের তৎপরতা, যার ফলে নারীর শারীরিক, মানসিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটে বা ঘটাতে পারে তাই নারী নির্যাতন।" নারী নির্যাতন সাধারণত ৪ ধরনের হয়ে থাকে। যেমন: শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও অর্থনৈতিক নির্যাতন।

শারীরিক নির্যাতনের ভিতর যেগুলো পড়ে: পেটানো, শ্বাসরোধ, আগুনে পোড়ানো ইত্যাদি। মানসিক নির্যাতনগুলো হলো গালমন্দ করা, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া, যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দেয়া, সারাক্ষণ খুঁত ধরা বা সন্দেহ করা ইত্যাদি। যৌন নির্যাতনের ভিতরে পড়ে যেমন: যৌনাঙ্গে আঘাত, পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করা, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং শৈশবে মেয়েশিশুদের উপর যৌন নির্যাতন ইত্যাদি এবং শেষে অর্থনৈতিক নির্যাতনের ভিতর যেগুলো পড়ে সেগুলো হলো: স্বামীর উপর নির্ভরশীল করে রাখা, আর্থিক ভাবে বঞ্চিত করা, নিজের আয়ের উপর অধিকার না দেওয়া ও আর্থিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণে বাঁধা দেওয়া ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারী নির্যাতনের স্থান ও মাধ্যম

নারীরা বিশেষ করে গৃহের ভিতরে ও গৃহের বাইরে ও ভিতরে এবং গৃহের বাইরে নির্যাতনের শিকার হয়।

= গৃহের ভিতরে যেমন :

০ পেটানো

০ কম খেতে দেওয়া

০ গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া

০ অন্যায় ভাবে তালাক দেওয়া ইত্যাদি।

= গৃহের বাইরে ও ভিতরে যেমন :

০ খুনের হুমকি

০ লাঞ্ছিত করা

০ এ্যাসিড নিক্ষেপ

০ মতের মূল্যায়ন না করা

০ ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা ইত্যাদি।

= গৃহের বাইরে যেমন :

০ টিজিং করা

০ হেনস্তা করা

০ যৌন হয়রানি

০ পাচার ও পাচারের চেষ্টা ইত্যাদি।

বর্তমানে দেশে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতে সব পেশার মানুষ সোচ্চার। প্রতিদিন মানুষ রাস্তায় প্রতিবাদ করছে কার্যকর বিচারের জন্য। যদি গত কয়েক বছরের ধর্ষণের ঘটনার পরিসংখ্যান করে দেখি তাহলে দেখব যে ২০১৬,১৭ এবং ১৮ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্ষণের ঘটনা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৭৫৭ জন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ৭৮৩ জন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৭৩২ জন এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ১৪১৩ জন হয়েছে। আমরা আরেকটি বিষয় জানলে অবাক হব যে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্তই ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৮৮৯ জন এবং ৪১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। পরিসংখ্যান মতে ৩৬৩ জন শিশুকে ধর্ষণ করা হয়। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ১১১ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে ৮০ শতাংশ ধর্ষক ভিকটিমের পরিচিত ব্যক্তি অর্থাৎ বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশি। ধর্ষণের ফলে চিকিৎসার জন্য সারা দেশে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আছে ১১ টি। [গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে ১৪০৬ জন ভিকটিম। 'প্রথম আলো পত্রিকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০]

বাংলাদেশ সংবিধানে নারী নির্যাতনের আইনিধারা:

২০০০ খ্রিস্টাব্দে আইনের ৯ নম্বর ধারার ১

উপধারায় বলা হয়েছিলো, যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে, তাহলে সে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। আবার ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আইনের ৯ নম্বর ধারার ৪(ক) উপধারায় বলা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। গত ১৩ অক্টোবর ২০২০, সরকার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ডের' বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করে। অধ্যাদেশটিকে আইনে রূপ দিতে ২৫ অক্টোবর ২০২০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশের সংবিধান নারী সম্পর্কে ১০ নম্বর ধারায় বলে "জাতীয় জীবনে সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হবে।" ২৮ নম্বর ধারার ১ উপধারায় বলে কোন ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।"

নারী নির্যাতন বন্ধে পদক্ষেপ সমূহ

নারী নির্যাতন কয়েকটি উপায়ে বন্ধ করা যাবে। সেগুলো হলো :

১. পুরুষেরা যেদিন নারীকে নির্যাতন বন্ধ করবে সেই দিনই নারী নির্যাতন বন্ধ হবে।

২. পুরুষেরা যেদিন থেকে পতিতার খোঁজ করবে না সেদিন থেকে পতিতা নামের যৌন ক্রীতদাসী বানানো বন্ধ হবে।

৩. যেদিন থেকে পুরুষেরা মেয়েদের ধর্ষন করা বন্ধ করবে সেদিন থেকে ধষণ বন্ধ হবে।

৪. যেদিন থেকে পুরুষেরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কবর দিবে সেই দিন থেকে এই অপব্যবস্থার বিনাশ ঘটবে।

৫. যেদিন থেকে পুরুষেরা মেয়েদের ঠকানোর জন্য, ঠেকানোর জন্য, মেয়েদের আপাদমস্তক আবৃত করার জন্য, মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারার জন্য ধর্মকে আর অপব্যাবহার করবে না, সেই দিন থেকেই ধর্মের অপব্যাবহার বন্ধ হবে আর মেয়েরাও বাঁচবে সমাজের নৃশংসতার হাত থেকে।

৬. সেই দিনই সমাজ বদলে যাবে যেদিন থেকে পুরুষ বদলাবে। সর্বশেষ বলা যায়, যখন পুরুষ বদলাবে তখনই নারী নির্যাতন বন্ধ হবে।

উপসংহার

যে সমাজে আমাদের বসবাস তা প্রচণ্ড নারী বিরোধী। প্রবল পুরুষতান্ত্রিক। সমাজের নারীরা হচ্ছে একমাত্র দল, যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের অত্যাচারিদের সঙ্গে বাস করে। এখনো মেয়েরা যৌন দাসী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। পুরুষরাই মেয়েদের ভুল শিক্ষা দিয়ে শক্তিহীন করে রাখে। বলা হয় তাদের শারীরিক সৌন্দর্যে-মেধা, জ্ঞান বা প্রজ্ঞায় নয়। কিন্তু নারী যখন পুরুষকে প্রতিনিধিত্ব করে, পুরুষতন্ত্রের সমর্থক ও সহায়কের ভূমিকায় থাকে, তখনই নারী আর পুরুষকে আলাদা করা যায় না। {সূত্র : অনলাইন ও অর্পণ ম্যাগাজিন}

ধাঁধার উত্তরঃ

১) গামছা বা তাওয়াল।

২) নাম।

৩) ছায়া।

৪) ডিম।

৫) দোকান্দার।

৬) শ্রীলংকা।

৭) জাপান।

৮) সমাস।

৯) পুকুর।

১০) পরীক্ষার ফল ।

VENDOR ENLISTMENT NOTICE

Applications are invited from the genuine Vendors/ Manufacturers/ Producers/ Suppliers/ Advertising Firm/ Rent-a-car/ Printing presses and Designers for enlistment with MAWTS for the period July 2024 to June 2025 in the following category.

Category A: Computer/Computer accessories/ Software
Category B: Printing Press and Design
Category C: Stationery and Office Supplies
Category D: Production Raw Materials Supplies, I.e. M.S. Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, SS Pipe, Rod, Sheet, Angle, Shaft, Welding Electrode, PVC Pipe, Deep set Pump accessories, Fiber Glass Materials, Thai Aluminum Accessories, Fabrication Work etc.
Category E: Tools, Equipment and Machineries Supplies
Category F: Machineries/ Vehicle Maintenance
Category G: Construction Materials Supplies/Labor Contractor
Category H: Raw Materials, Food Products, Bedding Supplies
Category I : Rent-a-Car/Pick-Up/Truck
Category J : Training Materials/ Spare Parts Supplies
Category K: Advertising Firm
Category L: Tube Well Boring Contractor

Applications forms and general terms and conditions of enlistment will be available at MAWTS, 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur-12, Dhaka-1216, Cell: 01329639532 from **February 25, 2024 to March 25, 2024 between 08:00 am to 05:00 pm** on all working days or download from our link https://rb.gy/0c10s9 & website at www.mawts.org . All completed application will be received by the administration department as hard copy or both hard & soft copy up to 05:00 pm on **March 31, 2024**.
Email : <general@mawts.org>

বিজ্ঞ/৪৬/২৪

বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ'র ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট মার্সিয়া মিলি গমেজ

রবিন ভাবুক

পৃথিবী এগিয়ে গেছে, সেই সাথে এগিয়ে গেছে মানুষের মানসিকতা। পুরানো প্রথা ভেঙ্গে নারী-পুরুষের অধিকার ও অবদান এখন সমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখন মানতে বাধ্য একজন নারী হলেন সমাজের দর্পন, সর্বজয়া, কাণ্ডারী এবং স্রষ্টা। একজন নারী যেমন স্রষ্টার সুন্দর সৃষ্টি হয়ে জন্ম নেন এবং তার মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা এবং মাতৃত্বের অপার সৌন্দর্য ধাবিত হয়, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে হতে পারেন তেজস্বয়ী মূর্তি। সারা বিশ্বে পুরুষশাসিত প্রথা ভেঙ্গে এখন নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি সবকিছুতেই সমান ভূমিকা রাখছেন। রূপকার থেকে শুরু করে নেতৃত্বের ধারায়ও নারীদের অবদান এখন প্রতীয়মান। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও নারীরা এখন বিভিন্নভাবে অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকারসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নারীরাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই অসংখ্য প্রগতিশীল নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তেমনি একজন প্রগতিশীল নারী হলেন মার্সিয়া মিলি গমেজ। যিনি নিজে যেমন পুরুষতান্ত্রিক বাঁধা পার করে নেতৃত্বের ধারায় এসেছেন, তেমনি অন্য নারীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি প্রান্তিক পর্যায় সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে এখন সুবিশাল পরিসরে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

মার্সিয়া মিলি গমেজ বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ'র পঞ্চাশ বছরের এবং ভারত উপমহাদেশের ওয়াইএমসিএ'র ১৭০ বছরের ইতিহাসে ওয়াইএমসিএ'র জাতীয় পরিষদে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

ঢাকার অদূরে সাভারের বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ'র আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হলে ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়াইএমসিএ-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে বার্ষিক সাধারণ সভার পরে সংগঠনটির নির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াইএমসিএ'র নির্বাচনে ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে সাভার ওয়াইএমসিএ-এর প্রতিনিধি মার্সিয়া মিলি গমেজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় ওয়াইএমসিএ-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জন্মের বছরেই মার্সিয়া মিলি গমেজের জন্ম। বরিশাল জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বর্গীয় জন জ্যোর্তিম্ময় বাড়ৈ ও স্বর্গীয় বিথীকা বাড়ৈ'র মেয়ে মার্সিয়া মিলি গমেজ জন্ম থেকেই ঢাকার রাজাবাজার এলাকায় মানুষ হয়েছেন। অনেক চড়াই-উৎড়াই পার করে, সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, গমেজও তেমনি শত বাঁধা বেরিয়ে, পুরুষশাসিত সমাজের পুরানো ধারার সামাজিক রীতিনীতি ভেঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন।

মার্সিয়া মিলি গমেজ

মিসেস গমেজ ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্নভাবে ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। নারী নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় উন্নয়ন সংগঠগুলোর সাথে কাজ করেছেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজ উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের কাজ করে আসছেন প্রায় ৩৫ বছর ধরে।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, কলেজ জীবন থেকে মার্সিয়া মিলি গমেজ ওয়াইএমসিএ'তে যোগ দেন। শত বাঁধা পেরিয়ে এবং সমাজে নারীর অবদানকে জাগ্রত করতে ধীরে ধীরে স্থানীয় ওয়াইএমসিএ থেকে জাতীয় এবং পরবর্তিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ-এর প্রথম ইয়ুথ ক্লাবের প্রথম সেক্রেটারী এবং বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ'র প্রথম ইয়ুথ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাংলাদেশে ওয়াইএমসিএ'র প্রথম পূর্ণ নারী সদস্যপদ লাভ করেন।

মিসেস গমেজ বাংলাদেশের ওয়াইএমসিএ'র জেণ্ডার ও যুব স্টাস্কফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ওয়াইএমসিএগুলোতে যুব জেণ্ডার কমিটি তৈরিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। পরবর্তীতে ২০১২-২০১৪ মেয়াদে জাতীয় ওয়াইএমসিএ'র জেন্ডার কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মিসেস গমেজ আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৯১-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াইএমসিএ-এর এশিয়া এ্যালায়েন্সের প্রথম জেণ্ডার এন্ড ইয়ুথ স্টাস্কফোর্স গ্রুপের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এপিএওয়াই'র জেণ্ডার সমতা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মিসেস গমেজ এশিয়ান প্যাসিফিক এ্যালায়েন্স অব ওয়াইএমসিএ (এপিএওয়াই)-এর 'জেণ্ডার জাস্টিস পলিসি' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং এপিএওয়াই'র প্রথম তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জেণ্ডার ইকুয়্যাটি ফোরাম আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি এপিএওয়াই-এর ১৩তম, ১৯তম ওয়াইএমসিএ-এর কাউন্সিলে এবং ১৫তম, ১৯তম এবং ২০তম ওয়াইএমসিএ-এর ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলের সাধারণ অধিবেশনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মিসেস গমেজ একটি স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইমপ্যাক্ট প্রকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, নারী ক্ষমতায়নসহ মানব সম্পদ উন্নয়নে একজন দক্ষ উন্নয়ন পেশাজীবী কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মার্সিয়া মিলি গমেজ তাদের পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমএম ইন্টারন্যাশনালে ফিন্যান্স এন্ড অ্যাডমিন চিফ হিসেবে কাজ করছেন যা বাংলাদেশের একটি পরিবহন ও লজিস্টিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরের উর্ধ্বে।

(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মেঘলার জীবনের লুকানো গল্প

মালা রিবেরু

বিয়ের পর প্রথমদিন স্বামীর বাড়ীতে যাওয়ার পরে শাশুড়ীর মুখ থেকে এই রকম কথা শুনে মেঘলা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানের ঝামেলা, নতুন বাড়ী সবকিছুই সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে যখন মেঘলা আতঙ্কে ঠিক সেই সময় শাশুড়ী চুপ করে তার রুমে ডেকে নিয়ে বললো "তোমার কাছে একলক্ষ টাকা হবে? বাড়ীওয়ালার চারমাসের বাড়ী ভাড়া বাকী আছে? আমার ছেলে শিপন যখন বেতন পাবে তখন তোমাকে আমি সব টাকা শোধ করে দিব? আর এখন থেকে তুমিতো এই ঘরের একজন সদস্য, এই সংসারের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্বও তোমার আছে। আর আমি যে তোমার কাছ থেকে টাকা চেয়েছি, তুমি এই কথাটা আমার ছেলেকে বলবে না। মেঘলা অপ্রস্তুত হয়ে বললো "মা বিয়েতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার, আপনিতো জানেন আমাদের পরিবারের একমাত্র আমিই উপার্জন ব্যক্তি, সবটাকা তো আমাকেই খরচ করতে হয়েছে। সুতরাং দুঃখিত মা, এখন আমার পক্ষে আপনাকে এত টাকা দেওয়া সম্ভাবনা।

একবুক অস্থিরতা নিয়ে রাতে বিছানায় আসার পরে মেঘলার মলিন চেহারা দেখে শিপন তাকে জিজ্ঞেস করলো "কি হয়েছে তোমার? কোন কারণে কি মন খারাপ? আমাকে বল কি হয়েছে তোমার, কোন সমস্যা? মেঘলা প্রথমদিনে কোন অশান্তি করতে চায়না, তাই বললো, কেউ নাতো, কিছুই হয়নাই? নতুন পরিবেশ তাই নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগছে, তুমি চিন্তা করোনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরেরদিন সকালে কাজের বুয়া ও শাশুড়ীর চিৎকার চেঁচামেচিতে মেঘলার ঘুম ভাঙ্গে। এই চিৎকারের কারণ হলো কাজের মহিলার ঘর ঝাড়ু ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছেনা। সাতসকালে দুইজনের এই অদ্ভুত আচরণ বুঝতে মেঘলার একটু সময় লেগে যায়। মেঘলা প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠে দেখে সেই একই ঘটনা। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, শিপন যখন কাজে চলে যায় তখন আবার দুইজন খুবই স্বাভাবিকভাবে কথা ও গল্প করে। মেঘলা বেশ কয়েকদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবং শিপনের সাথে শেয়ার করে। শিপন বলে, মেঘলা আমিতো অফিসের কাজে প্রায় সময় বাইরে থাকি এর মধ্য কি হয় আমি জানিনা। প্রতি মাস শেষে বেতনের টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিত থাকি, মা-ও এখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে তুমি এখন তোমার সংসার তোমার মতো করে গুছিয়ে নাও। তোমার এই নতুন সংসার তৈরিতে আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। মেঘলা তখন শিপনকে জড়িয়ে ধরে বললো "তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই গুরুভার দেওয়ার জন্য, আমি এখন আমাদের সংসার নতুন করে সাজাবো তুমি শুধু আমার পাশে থেকো। আমি আমার মাকে ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার বাবার একা উপার্জনে সংসারের খরচের পাশাপাশি আমাদের তিনবোনের পড়াশুনার খরচ চালিয়েছে"।

এই এক মাসে মেঘলার এই নতুন সংসারে অনেক পরির্বতনই দেখেছে, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কাজের মহিলার আচরণ, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা আর সবচেয়ে বেশি সেটা হলো মেঘলাকে সে সহ্যই করতে পারছেনা, এত বৎসর সে একাই তার মতো করে চালিয়ে এসেছে এখন মেঘলার কাছে জবাবদিহিতা দিতে তার মোটেই ভালো লাগছেনা। তার ফাঁকিবাজি আর চলছেনা। কিন্তু মেঘলা এই কয়দিনে বুঝে গেছে এই সংসারে পর্দার আড়ালের নাটক কি? প্রতিমাসে শিপন বেতনের টাকা পেয়ে শাশুড়ী মায়ের কাছে দেয় সে টাকা কাজের মহিলা সখিনাকে দেয়, সে কোন রকম বাজার করে আনে আর পনের দিনের মধ্যে তা শেষ, আবার টাকা দেয় এইভাবে আজ চাল নেইতো কাল তেল নাই, ব্যাপারটা মেঘলার খুবই বিরক্ত লাগে। আর এইভাবে মাস শেষে আর বাড়ীভাড়া দেওয়ার থাকেনা।

সংসারে এই বেহাল অবস্থা থেকে পরির্বতন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে তার সংসারকে নতুন করে সাজাবেই পাশাপাশি পরিবারের সুন্দর একটা পরিবেশ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত কাজ করার সবটাই করবে। শেষে মাস হওয়ার আগেই সে শিপনকে বললো "এখন থেকে বেতন পেয়ে তুমি আমাকে দিবে। তোমার ও আমার বেতনের টাকা সংসার চালানোর পাশা পাশি অন্যান্য যে খরচ তা আমরা দুইজন পরিকল্পনা করে খরচ করবো, আর মায়ের যে প্রয়োজন হবে তা আমি বা তুমি এনে দিবে।

ব্যস শুরু হয়ে গেলো গণ্ডগোল, শাশুড়ী মায়ের বেহিসেবী জীবন, ক্ষমতা হস্তান্তর, সখিনার সব অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাওয়া কেউই মেনেই নিতে পারছিলোনা। শিপনকে শুধু বললো, তুমি আমার পাশে থেকো, আমি সুন্দর একটা পরিবার তৈরি করবো। প্রতিমাসের বাড়ীভাড়া আমি বা তুমি দিবে, পুরো মাসের বাজার মাসের শুরুতে আমরা পাইকারী মার্কেট থেকে কিনে আনবো। এবং মাস শেষে উদ্বৃত টাকা সমবায় সমিতিতে জমা রাখবো, এর আগে চারমাসের বাকী বাড়ী ভাড়া শোধও করবো। বাকী বাড়ী ভাড়া মানে? শিপন তো অবাক, তোমার মা সংসারের অন্যান্য খরচের জন্য বাড়ী ভাড়া দিতে পারতোনা, কারণ সখিনা যখনই টাকা চাইতো দিয়ে দিতো, তাই ভাড়া হতো না, তুমি চলে গেলে তাদের মধ্যে এই নিয়েই কথা হতো, আর বাড়ীর মালিক এসে মায়ের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করতো। আমার কাছে প্রথম দিনেই শাশুড়ী মা টাকা চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি।

প্রথমদিন বাজার করার পর থেকে শুরু হলো শাশুড়ীর মানসিকভাবে মেঘলাকে হয়রানি করা। মেয়ে মানুষ বাজারে যাবে কেন? পুরুষ মানুষের গায়ের ঠেলা খেতে খুব ভালো লাগে? এই মাছের গন্ধ, খেতে একটু স্বাদ না। যেই সাবান দিয়ে থালা বাসন ধোয়া হয় তাতে পরিষ্কার হয়না। রাতে নয়টায় খেতে হবে কেন? মেঘলা প্রতিটি বিষয় খুব কৌশলগতভাবে সমাধান করছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো শিপন তাকে প্রতিটি কাজে সমর্থন দিয়েছে। আর দুঃখ করে বলেছে "আমার বাবা এতবড় একজন অফিসার ছিলো শুধু মার এই বেহিসেবী, বাবার ভালো মানুষীর জন্য আমার বাবাকে এত কষ্ট করে মারা গেলো। মেঘলা বলে অতীতকে তো আমি ফিরিয়ে আনতে পারবোনা, কিন্তু তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ভালো রাখতে আমি সর্বদা চেষ্টা করবো।

এরপর শুরু হয় সখিনার নতুন বাহানা, এত কম টাকায় তার কাজ করা সম্ভব না। বেতন বাড়িয়ে না দিলে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভবনা। মেঘলা মনে মনে হাসে, এতদিন এই কম টাকায় সবেই চলতো। মেঘলা বলে আচ্ছা তোমাকে আরো পাঁচশত টাকা বাড়িয়ে দিবো। পরের মাসে এসে বাহানা আজ মেয়ের অসুখ তো কাল নিজের অসুস্থতা আর মেঘলা কিছু বললেই উচ্চস্বরে কথা। কারণ সখিনা বুঝে গেছে মেঘলা ও শিপন চাকুরী করে এসে বৃদ্ধা শাশুরীকে দেখা ও সংসারের কাজ করা কঠিন। তাই ব্যাপারটা নিয়ে শিপনের সাথে আলোচনা করে আমাদের সংসারের শান্তির জন্য একটু কষ্ট করবো, কোন কাজের মহিলাই রাখবোনা। তুমি আমি সবকাজ করবো, চলো আমরা এই বাসা পরির্বতন করে তোমার বা আমার অফিসের কাছে চলে যাই।

সুন্দর একটা পরিবেশ, সুখী একটা পরিবার গঠন করতে শিপনের ভূমিকাই বেশি। আজ সে তার স্বামী, সন্তান ও বৃদ্ধা শাশুড়ীরকে ভালোই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবে বাবা-মায়ের অতি আদরের চুপচাপ মেয়েটা কিভাবে এত সাহসী, সংগ্রামী হয়ে আজ সুন্দর একটা উপহার দিয়েছে? ৯

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত “জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর” ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বনানীর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর নবনির্মিত “পবিত্র আত্মা ভবন” বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হয় ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মহাধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় মজেস কস্তা সিএসসি এ স্মরণীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে ছিল দালান নির্মাণ ও তা ব্যবহার বিষয়ে ফাদার জয়ন্ত জুলিয়ান রাকসামের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, পরে বিশপের স্বাগত সম্ভাষণ, বিভিন্ন প্রার্থনা, মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন, বাণী পাঠ, আশীর্বাদ, ফিতা কাটা ও প্রবেশ, ফলক উন্মোচন, গির্জিকায় ক্রুশমূর্তি স্থাপন, প্রত্যেক তলায় শান্তিজল সিঞ্চন, শেষ আশীর্বাদ সবশেষে নিচের হল ঘরে ধন্যবাদমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা। অনেক দিন থেকেই সেমিনারীর একটি হল ঘর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুবৃহৎ এ হলটি নির্মাণের ফলে এটি নিজেদের জরুরী ব্যবহারসহ কয়েকবার অন্যদের প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হয়।

নতুন ভবনে পবিত্র আত্মা ভজনালয়- এ নতুন ভবনের বিশেষত্ব হল পবিত্র আত্মা ভজনালয়। এটি হল পবিত্র আত্মা সেমিনারী আর সে হিসাবে এখানে সরাসরি পবিত্র আত্মার স্মারক বিশেষ কিছু ছিল না। এ উপাসনালয় স্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মকে ঘিরে বিভিন্ন নক্শা, ছবি ও লেখা দেয়া হয়। এভাবেই বনানী পবিত্র আত্মা সেমিনারীতে পবিত্র আত্মার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ও বেদী নির্মাণ করা হয় যেটি পবিত্র আত্মার স্মরণে ও সম্মানে সকলে ব্যবহার করতে পারেন খুব সহজে। “পবিত্র আত্মা” গির্জিকাটি নিজেদের ধ্যান প্রার্থনার প্রয়োজনে ছাত্র শিক্ষক যখন তখন অনেকেই ব্যবহার করছেন। এটি একান্তে প্রার্থনা করার জন্য খুবই উপযোগী। ফাদার লুইস সুশীল এর উদ্যোগে, ফাদার কেরোবিম বাকলা ও আরো অনেকের সহায়তায় এটির বর্তমান রূপদান করা সম্ভব হয়। এ দালানের বাইরের গ্রিলের প্রত্যেকটি ভাগে পবিত্র আত্মার একটি করে লোহার নকশা রয়েছে যা সহজেই সবার চোখে পড়ে। এটি সকলকে পবিত্র আত্মাকে স্মরণ করাতে পারে।

নতুন ভবন নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে আনন্দসহ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে; যেমন পোপের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা, জার্মানীর কোলন মহাধর্মপ্রদেশ, রটেনবার্গ-স্টুটগার্ট ধর্মপ্রদেশ, মিশিয় আখেন জার্মানী, পিমে মিশনারীগণ, স্পেনের বিশপ সম্মিলনী এবং সেমিনারীর উপকারী বন্ধুগণ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এ দালান নির্মাণের ফলে সেমিনারীর অনেক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সুব্যবস্থা হল।

দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর ক্ষেত্রে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর অবদান:

দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য এ সেমিনারীর নানা অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। সত্যিকার অর্থে পবিত্র আত্মা সেমিনারীর মাধ্যমেই বাংলাদেশ মণ্ডলী সক্রিয়, স্বাবলম্বী ও দেশীয় হতে শুরু করেছে।

-ফাদারদের শিক্ষাসহ গঠন দিয়ে, ব্রাদার সিস্টারদের শিক্ষা দিয়ে এ সেমিনারী স্থানীয় মণ্ডলী গঠন ও পরিচালনা ও সেবায় এক অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। সেমিনারীর তথ্য অনুসারে এ সেমিনারীর শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত (১৯৭৩-২০২৩) ৯৬৩ জন এখানে লেখাপড়া করেছেন। সেমিনারীর হ্যান্ডবুক অনুসারে এ পর্যন্ত ৪২০ জন যাজক, ৮১ জন ব্রাদার ও ১৫ জন সিস্টার এ সেমিনারী থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ৮ ধর্মপ্রদেশের আনাচে কানাচে, কেউ কেউ আবার দেশের বাইরেও বিবিধ পালকীয়, সংস্কারীয় কাজ করছেন।

-যারা সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু যাজক হননি তাদের অনেকেই সেমিনারীর শিক্ষা, শৃঙ্খলা, গঠন প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে স্থানকাল ভেদে পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী ও দেশের জন্য সফলতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও সুনামের সাথে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন।

-নানা ধরণের লেখালেখির মাধ্যমেও বনানী সেমিনারী দেশ ও মণ্ডলীর ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এখানকার পত্রিকার/লেখার মাধ্যমে ছাত্রশিক্ষকগণ দেশীয় ভাষায় গভীর তত্ত্ব, নীতি, অভিজ্ঞতা, ভাব প্রভৃতি প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ পান।

-সেমিনারীর পরিবেশ, প্রয়োজন, জীবনযাত্রা, পথচলা, গঠন-প্রশিক্ষণ, চিন্তাভাবনা, দর্শন, মতামত, আলোচনা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট অনেককে ভবিষ্যৎ নানা পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, বই প্রকাশ ও অনুবাদ, বিবিধ স্থাপনা প্রভৃতিতে উৎসাহিত ও পরিচালিত করে। যেমন, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ‘দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ’ ও ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ‘কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা’ বাংলায় প্রকাশিত হয়।

-সেমিনারীয়ানরা রবিবারে গান চালায়, উপাসনা ওধন্য কিছুতে মানুষদের সাহায্য করে, সেবা দেয়, বিভিন্ন কিছু চালানোর সুযোগ পায়, পাপস্বীকার হস্তার্পণ প্রস্তুতি ক্লাস নেয়। ধর্মপ্রদেশের কিছু কর্মসূচীতেও তারা অংশ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবা দিয়েছে; যেমন সেবক সম্মেলন, যুব সমাবেশ, লেখক সম্মেলন। এসবে যোগদানে তাদের লক্ষ্য ছিল যেন তাদের শ্রম ও কষ্ট অন্যদের উপকার আনে এবং নিজেদেরও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব বাড়ে।

- সেমিনারী কাছে হওয়াতে ছাত্রদের প্রথমেই আর দূরে যেতে হয়না। ফলে যাতায়াতের অনেক সুবিধা, সময়, শ্রম, অর্থ প্রভৃতি সাশ্রয় হয়। এখানে নিজেদের মত ক'রে বেশী ছাত্র রাখা যায়, স্থানীয় বাস্তবতা অনুসারে তাদের শিক্ষা-গঠন দেয়া যায়। সেভাবে আশে পাশের অনেকে অনুপ্রাণিত হয়, উৎসাহিত হয়।

-উত্তরবঙ্গের অনেকে এ সেমিনারী থেকে ভাল শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সেমিনারীর শিক্ষা-গঠনের আলো তাদের ভাল মানুষ হবার পথ দেখায়। আর এভাবে ধর্মপ্রদেশ থেকে বেশী সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

-অনেকে সেমিনারী থেকে ভাল গান বাজনা শিখে বাইরে সফলতার সঙ্গে সেসব ব্যবহার করছে, শিক্ষা দিচ্ছে। অনেকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে।

- এ সেমিনারী ধর্মীয় আহ্বানের এক চিহ্ন হয়ে সবাইকে ধর্মীয় আহ্বান বিষয়ে সচেতন করছে- সে পথে অনেককে ডাকছে। অনেক মানুষ এটি দেখতে আসে, এর বিভিন্ন বাস্তবতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এর প্রশংসা করে।

-বর্ষ বিদায়, পহেলা বৈশাখ, বড়দিন, নবীন বরণ, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন প্রভৃতি পালন করার মধ্য দিয়ে সেনিরীয়ানরা সংস্কৃতিচর্চা করতে পারে। আর এসব আয়োজন করার উদ্যোগ ও দায়িত্ব নেয় সেমিনারীয়ানরা।

-ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের, সেমিনারীয়ানদের একত্রে মেশামেশার সুযোগ হচ্ছে। তারা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ক'রে পরস্পরের সংস্কার-ধর্মকর্ম দেখে, বিশ্বাস দেখে আর এভাবে তাদের মধ্যে অনেক আদান প্রদান ও শিক্ষা হয়।

-সেমিনারী কী আজ তা অন্য ধর্মের মানুষ, প্রশাসন, শিক্ষকমণ্ডলী কিছুটা জানেন, আগে তা জানতেন না। তাদের অনেকে এ সেমিনারী দেখতে আসেন, এটির বিষয়ে তারা তাদের মতামত, পরামর্শ ও শুভকামনা প্রকাশ করেন যা সেমিনারীর জন্য চলায় পাথেয় হতে পারবে।

-সেমিনারীর সুন্দর পরিবেশ সর্বজনস্বীকৃত, সবাই তা পছন্দ করেন। যেমন সেমিনারীর সুন্দর ফুল বাগান। (চলবে)

এক আলোকিত নারী সিস্টার লিলিয়ানের মুখোমুখি

সিস্টার মেরী সিক্তা এসএমআরএ

ভূমিকা : জাগরনী সেলাই সেন্টারে নিবেদিত এক প্রাণ সিস্টার লিলিয়ান এসএমআরএ অনেকের কাছেই প্রিয় ও পরিচিত। বয়সকে হার মানিয়ে সুযোগ পেলে এখনও কাজ করতে ভালোবাসেন। তিনি গত বছর পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তবে বার্ধক্য তাকে থামিয়েছে। ৯৩ বছর বয়সী সিস্টার এখন অবসরে আছেন তুমিলিয়াতে।

সিস্টার মেরী লিলিয়ান এসএমআরএ, কোর দি জুটস্ এর জননী হিসাবে বিশেষ পরিচিত। তিনি বরিশালের পাদ্রীশীবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেইসময় পাদ্রীশীবপুর ধর্মপল্লীতে কানাডিয়ান সিস্টারগণ কাজ করতেন। তাদের মধ্য থেকে একজন সিস্টার (যার নাম সিস্টার শান্তি) বলেন এই ধর্মপল্লীর মেয়েরা সব বিয়ে হয়ে যায়, তারা সিস্টার হতে চায়না। সিস্টার মেরী লিলিয়ান মনে করতেন কেবল বিদেশীরা সিস্টার হতে পারে, বাঙালীরা হতে পারেনা। মনে মনে তিনি খুব সিস্টার হতে চাইতেন। এদিকে তিনি বড় হতে লাগলেন, তার বাবা-মা বিয়ের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। নাম লেখার তোড়জোর চলছে, সেই সময় এক সন্ধ্যায় সিস্টার লিলিয়ান ফাদারের কাছে গেলেন। তিনি ফাদারকে জানালেন "ফাদার আমি বিয়ে হতে চাই না, আমাদের সিস্টারগণ যেমন সমাজের কাজ করেন আমি এরকম সমাজের কাজ করতে চাই।" তখন ফাদার তার পিতা-মাতাকে ডাকলেন এবং সিস্টারের মনের কথা তাদের জানালেন। সিস্টারের পিতা-মাতা বললেন এতে তাদের কোন আপত্তি নেই। তখন ফাদার সব ব্যবস্থা করে তাকে তুমিলিয়া কনভেন্টে পাঠালেন। সিস্টারগণ খুব আন্তরিকতার সাথে তাকে গ্রহণ করলেন। সেই থেকে তিনি এখনও এইভাবে বিশ্বস্ত জীবন-যাপন করে যাচ্ছেন ।

তার এই আহ্বান জীবন সম্পর্কে জানার পর কিছুক্ষণের জন্য তার মুখোমুখি হই।

নারীদের অতীত ও বর্তমান অবস্থার পার্থক্য জানতে চাইলে সিস্টার বলেন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের কোন মূল্যই দেওয়া হতো না। সিস্টার লিলিয়ান ৫১ বছর এই নারীদের নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি দেখেছেন, অভিজ্ঞতা করেছেন নারীদের প্রতি সমাজের অবহেলা, নির্যাতন। নারীরা সমাজের কাছে বোঝা স্বরূপ ছিল। তাদের জীবন, তাদের কাজ কিছুই মূল্যায়ন করা হতোনা। এখন নারীরা কর্মজীবী। তাই এখন তারা অনেক উচ্চ পর্যায়ে আছে। এখন পুরুষরা বুঝতে পারে নারী-পুরুষ একত্রে কাজ করলে সমাজে উন্নতি হবে। এখন সমাজে নারীদের মূল্য অনেক বেশি।

হতদরিদ্র নারী সমাজের সাথে তার পথ চলার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সহভাগিতায় তিনি জানান তখনকার সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল প্রচুর। জনগণ অনেক দরিদ্র ছিল, তাই পরিবারগুলোতে অশান্তি ছিল বেশি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়, ঘরে ঘরে অভাব অনটন। সিস্টার কিন্তু গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটা পরিবারে যেতেন। প্রতিটি পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। সেই সকালে কিছু খেয়ে পরিবার পরিদর্শনের উদ্দেশে বের হতেন, সারাদিনই প্রায় না খেয়ে থাকতেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারীদের একত্রিত করে কাজ শেখাতেন। মায়েরাও খুব সকালে আসতো, টাকা-পয়সা ছিল না, পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না। ভাত খেতে পেতো না। আটা, লবণ দিয়ে জ্বাল দিয়ে খেতো। কারণ রুটি বানালে পরিমাণে আটা বেশি লাগবে। তবে তারা সিস্টারকে ভাত খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করতো, কিন্তু তাও সম্ভব হতোনা। সিস্টার বলতেন "আমার জন্য চিন্তা করোনা, তোমাদের রেখে তো আমি খেতে পারিনা। গরীবদের পাশে থাকবো বলে এ পথে নেমেছি। তাদের ছেড়ে তো কিছু করতে পারবো না"। একদিন হাউজে রান্না করার মতো ঘরে কিছু ছিল না। কেবল একটু মুড়ি ও একটু চা-পাতা ছিল। সেদিন পিটার ম্যাকমি নামে একজন ব্যপ্টিষ্ট পুরোহিত এসেছেন। তিনি এসে বললেন "কিছু খেতে দেন, খুব ক্ষুধা পেয়েছে।" সিস্টার তো লজ্জায় পড়ে গেলেন, কারণ খেতে দেবার মতো ঘরে কিছুই নেই। তিনি বললেন মুড়ি আর চা ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। মি: পিটার তাই দিতে বললেন। কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন সিস্টারগণ দু'দিন থেকে ভাত খেতে পারছেন না। তাই তিনি কিছু না বলে বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা চেক নিয়ে ফিরে এলেন। সিস্টারকে একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক দিলেন। সিস্টার তো জানেন না চেক দিয়ে কি করতে হয়। তাই ভদ্রলোক নিজেই চেক ভাঙ্গিয়ে এনে সিস্টারকে দিলেন। এরপর থেকে কোন অভাব যেন না থাকে তাই তিনি সাহায্য করবেন বলে সিস্টারকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বর্তমান মণ্ডলীতে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে সিস্টার লিলিয়ান বলেন অতীতে মণ্ডলীতেও নারীদের অবমূল্যায়ন করা হতো। এখন দেখা যাচ্ছে নারীরা নিজেরা উপার্জন করতে পারে, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে, যেকোন কাজে নারীরা সবার আগে থাকে, এখন মণ্ডলীতে তাদের, সম্মান, মূল্য ও গুরুত্ব বেড়েছে। যেকোন সংঘ-সমিতিতে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এখন মণ্ডলীও নারীদের পাশে থাকে, তাদের সাহায্য করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীদের জন্য সিস্টার লিলিয়ানের পরামর্শ : নারীদের জন্য সিস্টারের পরামর্শ হলো তারা যেভাবে উন্নতি করছে তারা যেন এভাবেই এগিয়ে যায়। এ অবস্থান থেকে তারা যেন কখনও নীচে না নামে। তাদের এ স্থানটা, এ মর্যাদাটা তারা যেন সব সময় ধরে রাখে এভাবেই তারা যেন কাজ চালিয়ে যায় এবং স্বাবলম্বী হতে পারে। নিজেদের পরিচয় তারা যেন তৈরী করতে পারে এবং আরও ভালো পর্যায়ে যেতে পারে।

কোর দি জুটস্ এর জননী হিসাবে তিনি তার সন্তানদের আশীর্বাদ করেন এবং প্রত্যাশা করেন পুরুষরা যেন সব সময় তাদের পাশে থাকেন এবং নারীদের সমর্থন দেন॥ ৯

আলোচিত সংবাদ

রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ প্রধানমন্ত্রীর ১৫ নির্দেশনা

আসন্ন রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ব্যবস্থা নেওয়াসহ প্রধানমন্ত্রীর ১৫ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সব পৌরসভার মেয়র ও প্রশাসককে চিঠি পাঠিয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

গত ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সরকারের বর্তমান মেয়াদে প্রথম মন্ত্রিসভা-বৈঠকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকলের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন:

১) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয় করে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২) পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ বিবেচনায় রাখবে।

৮) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য পণ্য সংরক্ষাণাগার নির্মাণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৫) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট জনগণ নিশ্চিত করতে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগে করণীয় চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়ন করবে।

৬) নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের উপকারিতা/দেশের জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশি ঋণ/ সহায়তা গ্রহণকালীন যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। এছাড়া, চলমান প্রকল্পগুলো বিশেষ করে যেগুলির বাস্তবায়ন সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৭) সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৮) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

৯) সরকারের শূন্য পদগুলোতে দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০) নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১) রপ্তানী বহুমুখীকরণ, নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ও প্রবেশে সহায়তা করতে হবে।

১২) গার্মেন্টস সেক্টরের মতো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং কৃষিজাত পণ্য বিষয়ক শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩) শিক্ষাকে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে আইসিটি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১৪) যুবসমাজকে খেলাধুলা এবং শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে বিরত রাখতে হবে।

১৫) অগ্নিসন্ত্রাস ও নাশকতার বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বিতর্কের বাইরে শুধুই ৯৯৯

'স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ; শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ' স্লোগানে শুরু হচ্ছে পুলিশ সপ্তাহ। পুলিশের বিভাগগুলোর মধ্যে সব ধরণের বিতর্কের বাইরে থেকে '২৪/৭' সেবা দিয়ে পুলিশ সপ্তাহের শুরুতেই সব মহলে প্রশংসিত হচ্ছে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯'। পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা বলছেন, বিপদে-আপদে সাধারণ মানুষকে আরও দ্রুত সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হচ্ছে জাতীয় এ সেবা ইউনিটকে।

বিপদে থাকা সাধারণ মানুষকে সহায়তা দিতে ৯৯৯ সদস্যরা সদাপ্রস্তুত। অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে মানুষের বিশ্বস্ততার প্রতীক হয়ে উঠেছে ৯৯৯।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল সেন্টার থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯৯৯-এ সারা দেশ থেকে মোট ৫ কোটি ২৪ লাখ ৩৬ হাজার ৩৪৮টি কল এসেছে। তবে এর মধ্যে কোনো কারণ ছাড়াই 'অহেতুক' কল এসেছে ৩ কোটি ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮১৬টি। আর যারা সত্যিকার অর্থে সেবা পাওয়ার জন্য ফোন করেছেন তাদের মধ্যে সার্ভিস দেওয়া সম্ভব হয়েছে ২ কোটি ২২ লাখ ৯৬ হাজার ৫৩২ জনকে। এসব কলের মধ্যে মিসকল ৫০ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৪টি। ব্লাঙ্ক কল ২ কোটি ২৬ লাখ ৮২ হাজার ২২৮টি। ৯৯৯-এ জরুরি প্রয়োজনে সেবা পেতে আসা কলগুলোর মধ্যে পুলিশি সহায়তা পেতে কল এসেছে ১৩ লাখ ৩৭ হাজার ৮০টি। এ ছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৭৩টি এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের জন্য ১ লাখ ৪৫ হাজার ১৪৮টি কল আসে।

৯৯৯-এর কলারদের মধ্যে ৮৯ লাখ ৬২ হাজার ১৬৩ জন পুরুষ, ১২ লাখ ৫৩ হাজার ১১৫ শিশু, ৪ লাখ ৫২ হাজার ৬৭৭ জন নারী। তা ছাড়া সেবা নিতে ডিপার্টমেন্টাল কল এসেছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ১২৭টি।

ভারত বাংলাদেশের সাথে তার বন্ধুত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়: দ্রৌপদী মুর্মু

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের সাথে তার বন্ধুত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এবং তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে, যা দুই দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বন্ধু এবং অংশীদার হতে পেরে গর্বিত এবং প্রতিবেশির সাথে উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশীদার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের ১০০ সদস্যের একটি যুব প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি ভবনে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই এই চেতনাকে রক্ষা করতে হবে এবং লালন করতে হবে, যা আমাদের দুই দেশের মধ্যে অনন্য বন্ধনকে অনুপ্রাণিত করে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক কারণ দুই দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে এবং শিল্প, সঙ্গীত, ক্রিকেট এবং খাবারের ক্ষেত্রে দুই দেশের অভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে।

গাজায় 'গণহত্যার' প্রতিবাদে শরীরে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন সেনার মৃত্যু

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান 'গণহত্যার' প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে নিজের শরীরে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন বিমানসেনা মারা গেছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আগুন দেওয়ার সময় ইন্টারনেটে সরাসরি সম্প্রচারিত একটি ভিডিওতে সামরিক পোশাক পরা মার্কিন বিমান বাহিনীর ওই সদস্য বলেন- আমি আর গণহত্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখতে চাই না। এরপর তিনি এক ধরনের স্বচ্ছ তরল জিনিস নিজের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় তিনি 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' বলে চিৎকার করতে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে স্থানীয় সময় গত রবিবার বিকালে এই ঘটনা ঘটে। ওই সেনাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার তিনি মারা যান।

টাইগারদের ব্যাটিং-বোলিং কোচ এডামস ও হেম্প

অবশেষে সব জল্পনার অবসান হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং ও বোলিং কোচ হিসেবে যাদের নাম সর্বাগ্রে কয়েকদিন ধরে শোনা গেছে তারাই নিয়োগ পেয়েছেন। জাতীয় ক্রিকেট দলের বোলিং কোচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেস অলরাউন্ডার আন্দ্রে এডামস ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে বিসিবির হাই পারফর্ম্যান্স বিভাগের (এইচপি) প্রধান কোচ ডেভিড হেম্প। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের এই নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দুজনের সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি করেছে আপাতত বিসিবি। আগামী মাসে ঘরের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ দিয়েই কাজ শুরু করবেন এডামস ও হেম্প॥ ৯

- তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

মহৎ কে?

ফাদার জর্জ কমল সিএসসি

পাশাপাশি দুই রাজা বাস করত। তারা দু'জনেই ছিল অত্যন্ত সৎ, দয়ালু, ঈশ্বরভক্ত, পরিশ্রমী ও মানবপ্রেমী। দুই রাজ্যের লোকদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল "কোন রাজ্যের রাজা সবচেয়ে ভাল?"

এবার তারা এটা প্রমাণ করবে- কোন রাজ্য সবচেয়ে ভাল। দুই রাজ্যের পণ্ডিত লোকেরা একত্রে জড়ো হলেন। তারা প্রমাণ করবে কোন রাজা বড়। প্রথমে তারা উত্তরের রাজার রাজ্যে আসলেন। গোপনে তারা রাজার কাজ- কর্ম পর্যবেক্ষণ করবেন। একদিন পণ্ডিতরা দেখলেন উত্তরের রাজা মধ্যরাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তিনি কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, এক দরিদ্র কৃষক তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গাছের নিচে বসে আছে। প্রচণ্ড শীতে তারা কষ্ট পাচ্ছিল, থর থর করে কাঁপছিল, সামান্য খড়ের উপর তারা শুয়ে আছে। কৃষাণী তার ছোট ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরে বসে আছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এভাবে শীতের মধ্যে খড়ের উপর শুয়ে আছ কেন?" তারা রাজাকে চিনতে পারে নি। কৃষক বলল, "দেখুন মহাশয়, গত রাতে আমাদের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। আমি এখন এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাই, আমাদের মাথা গোঁজবার কোন জায়গা নেই।"

রাজা কৃষককে বললেন, "তোমার ঘর তৈরি করতে যত টাকা লাগবে, তুমি আগামীকাল সকাল ১০:০০টার সময় রাজবাড়িতে গিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। এই নাও রাজবাড়িতে ঢোকার টিকেট।" কৃষক তাই করল।

এবার পণ্ডিত লোকেরা দক্ষিণের রাজার রাজ্যে গেলেন। তিনি কী কী কাজ করেন গোপনে তা দেখার জন্য। এ রাজাও গভীর রাত্রে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট নিজের চোখে দেখতে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সকাল হয়ে গেল। ভোরবেলা তিনি দেখতে পেলেন- এক কৃষক মাঠে হালচাষ করছে। কিন্তু কোন বলদ গরু দিয়ে নয়। দু'টি বলদ গরুর পরিবর্তে সে একপাশে তার এক ছেলে ও অন্যপাশে মেয়েকে দিয়ে চাষ করাচ্ছে। রাজার প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি তার চাদর খুলে নিয়ে ছোট মেয়েটিকে বসতে বললেন এবং নিয়েই সেই জোয়াল কাঁধে নিলেন এবং কৃষককে হল চাষে সাহায্য করলেন। শেষে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই ছেলেমেয়েদের দিয়ে এ কঠিন কাজ করাচ্ছে কেন? কৃষক বলল, গত সপ্তাহে আমার হালের বলদ দুটি মারা গেছে, কী করব, আমার তো আর গরু কেনার পয়সা নেই। তাই ওদের দিয়ে হালচাষ করছি। রাজা বললেন, আগামীকাল সকাল ১০টায় রাজপ্রাসাদে এসো এবং গরু কেনার টাকা নিয়ে যেয়ো। এ নাও রাজপ্রাসাদে ঢোকার টিকেট।

এবার প্রশ্ন হলো, কোন রাজা বড় এবং কেন? উত্তরের রাজা, যিনি অর্থ দিলেন বাড়ি তৈরির জন্য, নাকি দক্ষিণের রাজা যিনি নিজেই হালচাষ করলেন ও অর্থ দিলেন গরু কেনার জন্য? নিশ্চয় দক্ষিণের রাজা। কারণ তিনি নিজেই কাজ করেছেন।

সংগ্রহ: গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা- ১ম খণ্ড

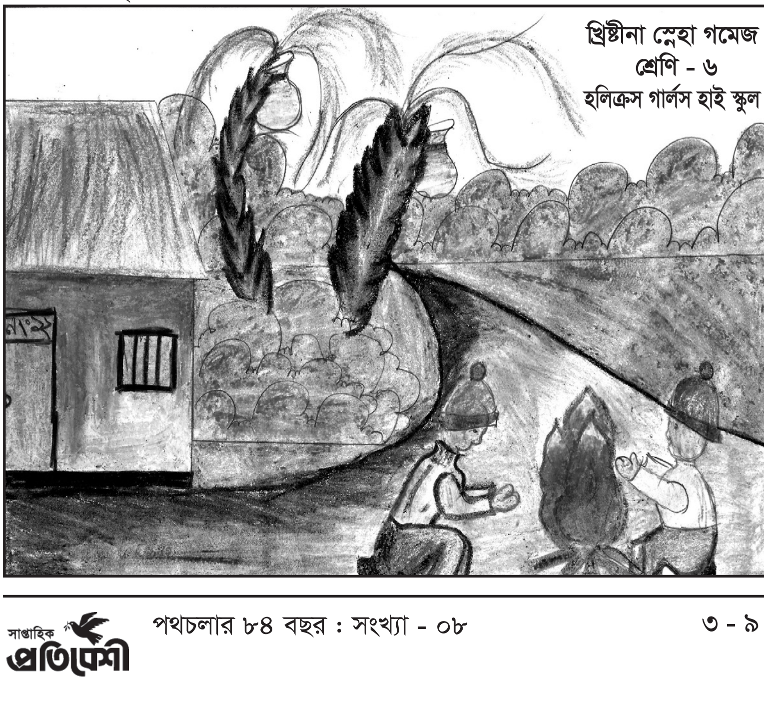

খ্রিষ্টীনা স্নেহা গমেজ
শ্রেণি - ৬
হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ধাঁধা

১) তোমাকে শুকিয়ে নিয়ে সে নিজে ভিজে। জিনিষটা কি?

২) জিনিষটা একেবারেই তোমার, কিন্তু ব্যবহার করে অন্য জনে, কি সেটা?

৩) সবাই তোমাকে ছেড়ে গেলেও সে তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না, কি সেটা?

৪) ব্যবহারের আগে ভাংতে হয়, জিনিষটা কি?

৫) হাস, মুরগী, কবুতর ডিম দেয়, গরু, মহিষ, ছাগল দুধ দেয়, কিন্তু এমন কে আছে, দুধ ও ডিম দুটোই দেয়?

৬) কোন লঙ্কা গাছে ধরে না?

৭) কোন পান, পান না।

৮) কোন মাস মাস নয়?

৯) কোন জিনিষ কাটলে বাড়ে?

১০) কোন ফল, ফল নয়?

সংকলিত আজকের জিকে ইন্টারনেট থেকে।

- বেঞ্জামিন গমেজ

(প্রথমে নিজে নিজে চেষ্টা করো, না পারলে উত্তর দেখো। যে কোন পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে, খুঁজে দেখো)।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ভাটিকান নিউজ পরিবারের ৫২তম ভাষা মঙ্গোলিয়ায়

এখন ভাটিকান নিউজ মঙ্গোলিয়ায় ভাষাতেও প্রচার হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভাটিকান নিউজে ব্যবহৃত ৫১টি ভাষার সাথে যুক্ত হলো মঙ্গোলিয়ায় ৫২তম ভাষা হিসেবে। স্থানীয় মণ্ডলীর সহায়তাই ভাটিকান নিউজ তা করতে সক্ষম করে তুলেছে। প্রতি রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনা ও বুধবারের ধর্মশিক্ষা দান বিষয়গুলো ভাটিকান নিউজ পোর্টালের মঙ্গোলিয়ায় ভাষা মেন্যুতে পাওয়া যাবে। উলানবাতারের প্রৈরিতিক প্রিফেক্ট কার্ডিনাল জর্জো মারেনগো বলেন, মঙ্গোলিয়ান ভাষায় পুণ্যপিতার বার্তা ও শিক্ষা পাওয়া যাবার সম্ভাবনা জেনে আমরা আনন্দিত। সম্প্রতি পোপ মহোদয়ের মঙ্গোলিয়া পরিদর্শনের ফল এটি যিনি মঙ্গোলিয়ানদের হৃদয় জয় করেছেন। মঙ্গোলিয়ার ঐতিহ্যের মূল্যবোধ নিয়ে পুণ্যপিতার কথাগুলো তাদের মনে গেঁথে আছে বলে জানিয়েছেন অনেক মঙ্গোলিয়ানরা। এখন পিতরের উত্তরসূরী পুণ্যপিতার দৈনন্দিন ধর্মশিক্ষা মঙ্গোলিয়ান ভাষায় সহজেই পাওয়া যাবে। যা মঙ্গলসমাচার প্রচারের একটি উপকরণ হিসেবে বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যমের পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। ভাটিকান যোগাযোগ দপ্তরের প্রিফেক্ট পাওলো রুফিনি বলেন, ভাটিকান নিউজে মঙ্গোলিয়ান ভাষার অন্তর্ভূক্তিটি খুব ছোট মনে হলেও এটি আমাদের কাছে মঙ্গোলিয়ার মতোই বড়। সম্ভবপর যতবেশি সংখ্যক ভাষাতে কথা বলা ও বার্তা দান করা যায় তাইতো ভাটিকান নিউজের মিশন। তবে তা পূরণে সকল স্থানের মানুষেরই সহযোগিতা দরকার। স্থানীয়দের সহযোগিতায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা একসাথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলতে পারবো। পাউলো রুফিনি আরো বলেন, মণ্ডলীতে ছোট বা বড় নেই। মঙ্গোলিয়া সমগ্র মণ্ডলীকে ক্ষুদ্রের গুরুত্ব পুনঃআবিষ্কার করতে সহায়তা করছে। আমরা যা দান করি তা থেকে বেশি গ্রহণ করি। যেমনটি পোপ মহোদয় বলেছেন, ঈশ্বর ক্ষুদ্রতার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করেন।

মার্চ মাসে পুণ্যপিতার প্রার্থনার উদ্দেশ্য বর্তমান সময়ের সাক্ষ্যমরদের জন্য

এক ভিডিও বার্তায় পোপ মহোদয় মার্চ মাসের জন্য তার প্রার্থনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। যেখানে তিনি বর্তমান সময়ের সাক্ষ্যমরদের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান রাখেন। যারা পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে মঙ্গলসমাচারের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন, তারা যেন তাদের সাহসিকতা এবং বাণীপ্রচারের উদ্যম-স্পৃহা দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীকে রঞ্জিত করে তুলতে পারেন। এ উদ্দেশ্য নেবার নেপথ্যের ঘটনাটি হলো পোপ মহোদয় যখন লেসবস এর উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করতে যান তখন একজন মুসলিম ভদ্রলোক যিনি বিপত্নীক তিনি তার জীবনের ভয়ংকর একটি ঘটনার কথা বলেন। মুসলিম ভদ্রলোকটির স্ত্রী ছিলেন একজন খ্রিস্টান নারী। সন্ত্রাসী উগ্রবাদীরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তা করতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা স্বামীর সামনেই স্ত্রীর কণ্ঠনালী চিঁড়ে ফেলে। মুসলিম লোকটি যখন সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন তখন পোপ মহোদয় লক্ষ্য করলেন, লোকটির মধ্যে কোন প্রতিহিংসা নেই কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসার দৃষ্টান্তের প্রতি এবং খ্রিস্টের প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার প্রতি বেশি মনোযোগী যা তাকে মৃত্যুর মুহূর্তের অটল রেখেছিল। আমাদের মধ্যে সবসময়ে সাক্ষ্যমরদের উপস্থিতি প্রকাশ করে আমরা সঠিক পথে আছি। অতীত থেকে বর্তমানে সাক্ষ্যমরদের সংখ্যা আরো বেশি। তবে তারা অনেকেই নীরব সাক্ষ্যমর।

ঈশ্বর তাঁর জনগণের সাথে পথ হাঁটেন

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবসের মূলসুর

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাটিকান বিশ্ব অভিবাসী ও উদ্বাস্তু দিবসের মূলসুর প্রকাশ করেছে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্ব অভিবাসী ও উদ্বাস্তু দিবস পালন দ্বন্দ্ব-সংঘাত-শোষণ-নির্যাতন ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের স্মরণে এনে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে কাথলিকদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ। সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ভাটিকানের দপ্তর ১১০তম বিশ্ব অভিবাসী ও উদ্বাস্তু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে: ঈশ্বর তাঁর জনগণের সাথে পথ হাঁটেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va

USA/CANADA/AUS Schooling Visa

Schooling ভিসা নিয়ে USA, CANADA, AUSTRALIA যাবার অপূর্ব সুযোগ।

> Admission Available: Grade 1-11 (প্রথম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। বয়স: নূন্যতম ৬ বছর হতে হবে।
> বড় সুখবর হলো, ছাত্র/ছাত্রীর সাথে অভিভাবকরাও যেতে পারবেন।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea, Malaysia তে Study Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।

Work Permit Visa: জাপান, ইটালি, মাল্টা, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ও ক্রোয়েশিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের **Work Permit** ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

Scholarship নিয়ে জাপানে পড়াশোনা, চাকুরী ও স্থায়ী বসবাসের অপূর্ব সুযোগ।

- শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত এইচ এসসি পাশ
- বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

(Scholarship শর্ত সাপেক্ষে শুধু মাত্র খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৪৭/২৪

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিউটন মন্ডল ■ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯:০০ টায় নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক ও প্রাক্তন ক্রিকেটার জনাব আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ফাদার চার্লস বি গডন সিএসসি, ট্রেজারার ফাদার আদম এস পেরেরা সিএসসি, স্পোর্টস কো-অর্ডিনেটর সিস্টার সাগরিকা মারীয়া গমেজ সিএসসি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, স্টাফ, অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীবৃন্দ। এরপর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। মশাল হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন গত বছরের চ্যাম্পিয়ন শিক্ষার্থী ডেভিড ত্রিপুরা। এরপর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বেলুন উত্তোলন, উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, অফিস স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বিকেলে আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় বিবিএ ডিপার্টমেন্টকে পরাজিত করে ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে যারা ক্রীড়ার সাথে জড়িত তাদের জন্যও তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানান। এরপর প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্র-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি, উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য।

পরিশেষে সিস্টার সাগরিকা মারীয়া গমেজ, সিএসসি অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার পলাশ যোসেফ ■ বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে ৭৫ জন যুবক যুবতী ও এনিমেটরদের নিয়ে যুব দিবস পালন করা হয়। শুরুতে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেশন শুরু হয়। ফাদার জাখারিয়াস সুনীল মার্ডী কিভাবে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট লিখতে হয় সে বিষয়ে যুবদের শিক্ষা দেন। টিফিনের পর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন পাল-পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম এবং উপস্থিত ছিলেন ফাদার থাদ্দেউস হেম্ব্রম ও ফাদার জাখারিয়াস সুনীল মার্ডী। খ্রিস্টযাগের পর পাল-পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম প্রায়শ্চিত্তকাল সম্পর্কে অনুধ্যান প্রদান করেন ও এই সময়ে যুবাদের কিভাবে প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগ স্বীকার করা উচিত সে বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যদিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করেন। তারপর সিস্টার খ্রীষ্টিনা মুর্মু পিমে যুবাদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বাণী তুলে ধরেন। অতঃপর, প্রীতিভোজ গ্রহণ করে লটারী ড্র ও পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয়। ক্রুশের পথের মধ্যদিয়ে যুব দিবসের

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরীফিকেশন ■ বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আসন গ্রহণ করেন প্রধান অতিথি অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণ, সর্বজনীন প্রার্থনা ও উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা প্রধান অতিথি, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদেরকে ফুলের তোড়া ও ব্যাজ প্রদান করে সম্মান

প্রদর্শন করা হয়। ২০২৪ শিক্ষা বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি ও প্রধান শিক্ষক মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করার মধ্যদিয়ে তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন এবং প্রধান অতিথি, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের হাতে রাখি-বন্ধনী পরিয়ে এবং ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ইসরাত জাহান ইভা নবাগত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি নবাগত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান ও ভালো ভাবে লেখাপড়া শিখে খাঁটি ও আদর্শ ব্যক্তি হয়ে ওঠার পরামর্শ দান করেন। প্রধান শিক্ষকও তার বক্তব্যে বলেন যে, “জীবনই শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খলাই জীবন” সুতরাং তোমাদের হয়ে উঠতে হবে শৃঙ্খলার মানুষ। কেননা শৃঙ্খলাই তোমাদের উপরের দিকে নিয়ে যাবে।

এর পর নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মানপত্র পাঠ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জলযোগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

মুশরইল ধর্মপল্লী ও সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু পিতরের পর্ব উদ্‌যাপন

লর্ড রোজারিও □ ২২ ফেব্রুয়ারি মুশরইল ধর্মপল্লী ও সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু পিতরের পর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। উল্লেখ্য পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ পর্বের আগে নয় দিনের নভেনা করা হয় এবং ২১ তারিখ অর্থাৎ আগের দিন সন্ধ্যায় সাধু পিতরের স্মৃতিচিহ্ন সহযোগে আলোক শোভাযাত্রা করা হয়।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পূর্বে আদিবাসী কৃষ্টিতে নাচ-গান ও হাত ধোয়ানোর মাধ্যমে বিশপ মহোদয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। সকাল ৯:৪৫ মিনিটে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু টি রোজারিও, মুশরইল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও সেমিনারীর পরিচালকদ্বয়।

খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন, “আজ সাধু পিতরের ধর্মাসন মহাপর্ব আর ধর্মাসন হচ্ছে ধর্মপালের শিক্ষাদানের প্রতীক। আমরা সাধু পিতরের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি তার মতো নম্র ও বিনয়ী হতে।

খ্রিস্টযাগের পরে মুশরুইল ধর্মপল্লী ও সেমিনারির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারি ড্র।

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, বিশপ মহোদয়, অন্যান্য ফাদারগণ, ব্রাদারগণ সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তবৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ জানান ও আর্থিক অনুদান, পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শেষে বিশপ মহোদয়কে উপহার সামগ্রী প্রদান ও দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লুর্দের রাণী মারীয়ার পর্বোৎসব উদ্‌যাপন

লর্ড রোজারিও □ গত ৯ ফেব্রুয়ারি, লুর্দের রাণী মারীয়ার তীর্থ ও বনপাড়া ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। তীর্থের ও পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা, সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার পিউস নিকু গমেজ ও সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শংকর ডমিনিক গমেজসহ আরো ১১ জন ফাদার, ১৪ জন সিস্টার ও প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টভক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনেক খ্রিস্টভক্ত তাদের মানত পূর্ণ হওয়ায় মায়ের প্রতি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার উদ্দেশেও খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তীর্থের প্রস্তুতিস্বরূপ চলে নয় দিনের নভেনা।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, আমি মনে করি লূর্দের রাণী মারিয়া প্রার্থনার মধ্যদিয়ে, তার সহায়তার মধ্যদিয়ে সকল খ্রিস্টভক্তদের যারা বিশেষভাবে এ পর্ব করতে এসেছেন এবং মানত করেছেন যেন তাদের ইচ্ছা পূরণ করেন এবং সৎ পথে পরিচালনা করেন। এই প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বর সকলকে আশীর্বাদ দান করুন।

ফাদার দিলীপ এস কস্তা খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী সকল ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তকে পর্বীয় শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদের আগে পর্বীয় বিস্কুট আশীর্বাদ করেন ও পরে রোগীদের নিরাময় কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগের বিশেষ আশীর্বাদ দান করেন বিশপ মহোদয়॥

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ □ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "যিশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর সহকারি পাল-পুরোহিত এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির সদস্য ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা। উপদেশে ফাদার বলেন, "শিশুরা যিশুর ক্ষুদে প্রেরণকর্মী, তাই শিশুদের যিশুর আদর্শে ও মঙ্গলবাণীর আলোকে ছোট ছোট প্রেরণকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন। একই সাথে তিনি শিশুদের দয়ার কাজ ও ত্যাগস্বীকার করতে উৎসাহিত করেন।" খ্রিস্টযাগের পর অত্র ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস কস্তা সবার উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতঃপর শিশুরা ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগান দিয়ে মাঠ ও গির্জা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। টিফিন বিরতির পর শিশুরা ক্রুশের পথ উপস্থাপন করে। পরে এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হলিক্রস সিস্টার প্রার্থীদের পরিচালনায় শিশুদের নিয়ে একশন সং করা হয় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ২৬০ জন শিশু, ৪০ জন এনিমেটর ৬জন সিস্টার এবং ২জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার ইউজিন ইব্রীয় নকরেক □ ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার গির্জা ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীর আয়োজনে "এই শিশুদের মতো যারা ঐশ রাজ্য যে তাদেরই (*লূক ১৮:১৬*)। এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার ২৫০ জন শিশুদের নিয়ে দিনব্যাপী পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রবেশ রাংসা সহকারী ফাদার ইউজিন নকরেক, সিস্টার পারভিনা এসএসএমআই, সিস্টার আলপনা বাস্কে এসএসএমআই এবং ২০ জন প্রাইমারী শিক্ষক/শিক্ষিকা। ডায়ের পারা ধর্মপল্লীর প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক শিল্পী রিছিল তার সেশনে বলেন যে, যিশু যেমন শিশুদের ভালোবাসেন, তেমনি আমাদেরও শিশুদের ভালোবাসতে হবে। সিস্টার পারভিনা বলেন যে, শিশুরাই আগামী দিনের আলোর পথযাত্রী, তাই শিশুদের আদর যত্ন করতে হবে। শিশুদের ভালোবাসার মধ্যদিয়ে আমরা যিশুকে পেতে পারি এবং ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। এর পর সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্রবেশ রাংসা ও সহকারী ফাদার ইউজিন নকরেক।

বিকেলে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা হয় এবং বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন ফাদার প্রবেশ রাংসা এবং ফাদার ইউজিন নকরেক। ফাদার প্রবেশ রাংসার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

রবিবাসরীয়, (৫ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের এই দেহ মন্দিরকে সর্বদা পবিত্র রাখা উচিৎ, কোনক্রমেই হাট-বাজারে পরিণত হতে দেওয়া উচিৎ নয়। এজন্য করিন্থীয়দের কাছে সাধু পল বলেন, "তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন। কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন (১ম করিন্থীয় ৩:১৬-১৭)।"

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা, এই কথাগুলো আমরা জানি; তবুও আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়-মন্দিরকে ধ্বংসের পথেই ঠেলে দিই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাতটি রিপুর তাড়নায় আমাদের দেহ-মন্দিরকে কতভাবেই না আমরা কলুষিত করি! পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি ও অন্যায্যতা সৃষ্টি করে থাকি। কথায়, কাজে, চিন্তায়, ব্যবহারে, লোভ-লালসায় ও স্বার্থপরতায় আমাদের দেহ-মন্দিরকে একটা বাজারে পরিণত করি। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন যখন এরকম পাপময় পরিস্থিতিতে জর্জরিত হয়, তখন প্রভু যিশু অসহ্য দুঃখ পান। তাই যেসব পাপাচার ও কু-অভ্যাস দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়-মন্দিরকে একটা পাপাচারের বাজার হিসাবে পরিণত করছি; সেসমস্ত মন্দ দিকগুলো পরিহার করে নতুন মানুষ, নতুন মন্দির হয়ে ওঠার জন্য প্রভু যিশু আজ আমাদেরকে আহ্বান করেন। আজকের প্রথম পাঠেও আমরা এই দিকটিই অনুধাবন করতে পারি। ইস্রায়েল জাতি যেন বিশৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে পুনরায় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে পারে সেজন্য মোশীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন আর তিনি বলেছেন যে, এই আদেশগুলো যেন ইস্রায়েল জাতির অন্তরে গাঁথা থাকে এবং চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সব সময় তারা যেন তাদের সন্তান-সন্ততিদের সাথে আলোচনা করে। এই দশটি আজ্ঞা কেবলমাত্র ইস্রায়েল জাতির জন্যেই নয়; বরং আজকের পাঠের আলোকে এই দশটি আজ্ঞা আমাদের জন্যও।

বর্তমান নৈরাজ্যমূলক সমাজে, অশান্ত পৃথিবীতে, বিশৃঙ্খল পরিবেশে, ব্যস্তময় শহরে, সুখ-শান্তির অন্বেষণে মানুষ ঈশ্বরকে একপ্রকার ভুলে থাকছে। মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে প্রতিবেশি ও ভাই-মানুষের কথা ভুলে যাচ্ছে। অন্যায়-অপরাধ, পাপ-কালিমায় জীবন যাপন করতে করতে নিজের মধ্যে পাপবোধ হারিয়ে ফেলছে; পাপকে যেন আজ পাপ মনে হয় না! এমন পরিস্থিতিতে তপস্যাকাল আমাদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহের সময়। বিশেষ ও পবিত্র এই সময়টা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, যেসব পাপাচার ও মন্দ-অভ্যাস দ্বারা আমরা জগতে, মণ্ডলীতে, সমাজে, পরিবারে ও ব্যক্তিজীবনে ঈশ্বরের মহান অভিপ্রায়কে ব্যাহত করছি; সেই সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রার্থনা, উপবাস, আত্মত্যাগ ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে আমরা যেন নিজের ও অন্যের জীবনে পরিবর্তন আনি। আর খ্রিস্টের আশ্রয়ে হয়ে উঠি এক নতুন মানুষ। হয়ে উঠি পবিত্র আত্মার এক নতুন মন্দির। আমাদের প্রতিদিনকার খ্রিস্টীয় জীবনে প্রেমময় পিতা পরমেশ্বর আমাদেরকে এই অনুগ্রহদানে ধন্য করুন॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং ঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৩-২০২৪/৬৪০ তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার, ডিসি ছাত্রী হোস্টেল (সাধনপাড়া ও মনিপুরিপাড়া) ও মিরপুর সেবাকেন্দ্র এর জন্য নিম্নলিখিত পদে **চুক্তিভিত্তিক** কর্মী হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সিনিয়র শিক্ষিকা (ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার)	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫-৪০ বছর	নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে নূন্যতম মাস্টার্স ডিগ্রী পাশ ও বিএড/এমএড পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে নূন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। - এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) পারদর্শী হতে হবে। - বাংলা ও ইংরেজিতে শুদ্ধ ভাষা/স্পষ্ট ভাবে কথা বলা এবং টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
০২	শিক্ষিকা (ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার)	০২	অনুর্ধ্ব ৩০-৩৫ বছর	নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে নূন্যতম স্নাতক পাশ হতে হবে। - স্নাতোকত্তর ও বিএড/এমএড ডিগ্রিধারী আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে নূন্যতম ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে - এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) ব্যবহারে নূন্যতম পারদর্শীতা থাকতে হবে। - বাংলা ও ইংরেজিতে শুদ্ধ ভাষা/স্পষ্ট ভাবে কথা বলা এবং টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
০৩	হোস্টেল সুপারইনটেনডেন্ট (ঢাকা ক্রেডিট ছাত্রী হোস্টেল, সাধনপাড়া)	০১	অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর	নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ডিগ্রি পাশ হতে হবে। হোস্টেলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে এবং রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক। - হোস্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকতে হবে।
০৪	ক্লিনার (ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার)	০১	অনুর্ধ্ব ৩০-৩৫ বছর	নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - শিশুদের গোসল করানো এবং পয়-পরিষ্কার করার মনমানসিকতা থাকতে হবে।
০৫	কুক (ডিসি ছাত্রী হোস্টেল, মনিপুরিপাড়া)	০১	অনুর্ধ্ব ৩০-৩৫ বছর	নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - ৮০-১০০ জনের ০৩ বেলা খাবার রান্না করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সিথিল যোগ্য। হোস্টেলে রাত্রিযাপন করার মনমানসিকতা থ্কতে হবে।
০৬	পিয়ন কাম ক্লিনার (মিরপুর সেবাকেন্দ্র)	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৯। আবেদনপত্র **আগামী ১০ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ** সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিপ্র/৪৮/২৪

মায়ের শোক সংবাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জোয়ান্না বিনিমা রায়
জন্ম : ০২-০৮-১৯৪৭ খ্রি:
মৃত্যু : ১৯-০২-২০২৪ খ্রি:

প্রয়াত জন সুধীর রায়
জন্ম : ১৭-১১-১৯৪২ খ্রি:
মৃত্যু : ১৪-১১-১৯৯৯ খ্রি:

প্রয়াত সঞ্জিতা ভিক্টোরিয়া ব্লেইক
জন্ম : ১৯-০২-১৯৭০ খ্রি:
মৃত্যু : ২৫-০২-২০১৭ খ্রি:

ঈশ্বরের পরম ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের মা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। মায়ের আকস্মিক ব্রেইন স্ট্রোক হওয়াতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু আমাদের সবার জীবনে অবধারিত কিন্তু আমরা মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ, নিস্তব্ধ। আমরা মায়ের আত্মার চির শান্তি কামনা করছি। মায়ের মৃত্যু সংবাদের দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের প্রয়াত বাবা ও বড় বোনকে। আমরা বিশ্বাস করি বাবা, মা ও বোন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে রয়েছেন। তোমরা ছিলে আমাদের আলোর পথের দিশারী। তোমরা স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আশীষ বর্ষণ করো যেন তোমাদের আদর্শ ধারণ করে এগিয়ে চলতে পারি।

মায়ের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যেসকল স্বজন আমাদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

শোকার্তচিত্তে,

বড় মেয়ে জামাই ও নাতি-বউ-নাতিন-জামাই : চার্লস রোমিও ব্লেইক; ডিনেসা-রেমি, ডোনাল্ড-এন্থিয়া ও ডেমি-জ্যাকি; পুতি-এরেন
ছেলে-ছেলে বউ ও নাতি : বিপ্লব রায়-বন্দনা; বর্ণ ও বৃত্ত রায়
মেঝো মেয়ে-জামাই ও নাতিন : শিখা এলিজাবেথ ও ডন বস্কো মিস্ত্রি; প্রজ্ঞা ও প্রেরণা মিস্ত্রি
ছোট মেয়ে-জামাই ও নাতিন-নাতি : মিতা জুলিয়েট-গডফ্রে পিউরীফিকেশন; শ্রেষ্ঠা ও সোপান
১৬ পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞা/৪৫/২০২৪

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

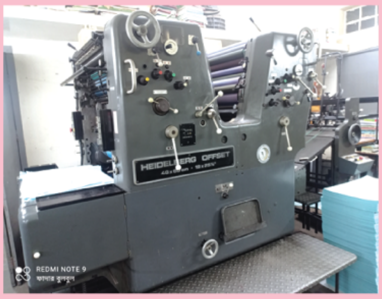

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

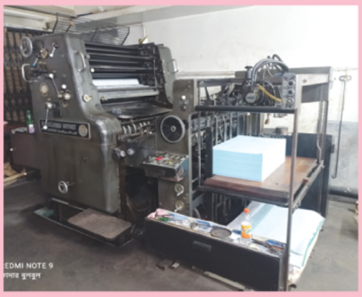

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

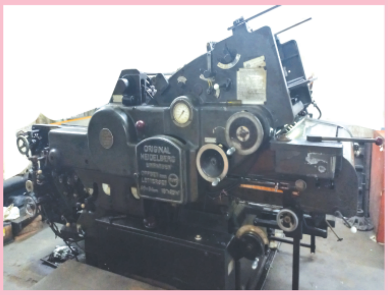

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশ্যেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08
Regd. No. DA-33
❖ 3 - 9 March, 2024, ১৯ - ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৯ মার্চ, মঙ্গলবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ধর্মপল্লী, শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে।** পর্বের দিন পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল **আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।** তাই শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ১০ মার্চ থেকে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে।

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ২০০ টাকা মাত্র।

সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় বিয়ের ১৭ বছর পর একজন নারীর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে; সে মা হতে পেরেছে। সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় একজন হার্টের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে আরও একজন খ্রিস্টভক্ত ব্রেন টিউমার থেকে সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছে। এমনি অনেক প্রার্থনা খ্রিস্টভক্তরা করেছিল সাধু যোসেফের কাছে তারা ফল লাভ করেছে। প্রার্থনায় সবাই সুস্থ হোক, নিরাময় হোক - এই প্রার্থনা রইলো।

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ

নভেনা : ১০ - ১৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:৩০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৩০ মিনিটে

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ
যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৮৭৮২৪৯৬৫, ০১৭৩৩৯১৯৭৮৩

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ

১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

বিজ্ঞ/৪৪/২০২৪

"উন্নত মহিমাতে তুমি নিত্য রয়েছো সাথে তমসার পাড়ে রয়েছো দাঁড়ায়ে মঙ্গলদীপ ধরি"

প্রিয় লিলি,

পরমদেশে যাত্রার আজ ১১ বছর পূর্ণ হলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমাকে ছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত গভীর শূন্যতা অনুভব ক'রে চলেছি। আজও তোমার কথা মনে পড়তেই অশ্রু ঝরে অবিরাম। তোমার বাচন-ভঙ্গি, নয়নের চাহনি, অকৃত্রিম আচার-ব্যবহার, সব-ই ছিল চির-কোমল ও নম্রতার প্রতীক। তোমার মতো একজন সৎ, উদার, প্রার্থনাশীল অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ আদর্শবান মানুষের সংস্পর্শ লাভ ক'রে আমরা সবাই তোমার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ। তোমার কাছে আমাদের পরিবারের জন্য, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্খীদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করি যেন তোমার আদর্শ অনুসরণ ক'রে পৃথিবীতে আমরা সবাই সৎ জীবন-যাপন করতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার আত্মার চির-শান্তি প্রদান করুন - আমেন।

প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
করান, নাগরী।

তোমার আশীর্বাদে গড়া পরিবার,

স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন সন্তান : লিভা, লিমা ও লিন্ডা রোজারিও
মেয়ে-জামাই : কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা নোনিস
নাতনী : পুষ্পিতা ক্রুশ, ভিওলা বিশ্বাস ও জেনিসা নোনিস
নাতি : অলিভার বিশ্বাস

বিজ্ঞ/৪৩/২০২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org